নবস্বাভাবিকতায়
টেকসই মানব উন্নয়নের ধারা

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)

নবস্বাভাবিকতায়
টেকসই মানব উন্নয়নের ধারা

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০

সদ্যপ্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক
মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার স্মৃতির প্রতি
নিবেদিত

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০
সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০২০

ডিজাইন ও প্রোডাকশন: আইআরসি ৯১২১৪৭২ www.irc.com.bd

সূচি

আর্থিক সেবা	১৩
শিক্ষা কার্যক্রম	২২
স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি	২৫
সমৃদ্ধি কর্মসূচি	৩০
গবেষণা ও প্রকাশনা	৩৪
মানব-সম্পদ ব্যবস্থাপনা	৪০
অন্যান্য কার্যক্রম	৪৩
আর্থিক বিবরণ	৪৭
নিরীক্ষা	৫৪

চেয়ারম্যানের কথা

সবাই জানি এ বছরের শুরুর দিকে করোনাভাইরাস সংক্রমণ বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশকে আঘাত হানে। স্বভাবতই এ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে দেশের সকল সংস্থার মতো সিদীপকেও তার কর্মকাণ্ডের রাশ টেনে ধরতে হয়। করোনাসংকটের মাঝেও অবশ্য সংস্থার কর্মীরা দায়িত্বশীলতার সঙ্গে গ্রামের দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের পাশে সাধ্যমতো দাঁড়িয়েছে। গ্রাম থেকে কৃষিপণ্য শহর এলাকায় বাজারে আনতে তারা যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেছে। সংকটের দিনে এভাবে দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানোয় অনেকেই আশান্বিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

আর্থিকসেবা প্রদান সংস্থার মূল কাজ হলেও প্রান্তিক মানুষের সার্বিক উন্নতিকে কেন্দ্র করে সংস্থার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় সহায়তা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ দুটি কাজ যা মানুষের সক্ষমতা তৈরি ও রক্ষার মূল উপাদান। গ্রামের দরিদ্র শিশুরা যাতে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে না পড়ে এবং সৃজনশীল শিক্ষা ও নৈতিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ নিয়ে তাদের সার্বিক বিকাশ সম্ভব হয় সেজন্য আমাদের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় পিছিয়ে পড়া শিশুরা প্রয়োজনীয় সহায়তা পাচ্ছে। গ্রামের স্কুল-কলেজপড়ুয়া মেয়ে বা শিক্ষিত অনেক গৃহবধূও উঠানে মাদুর পেতে শিশুদেরকে স্কুলের পড়া তৈরি করে দিয়ে শিক্ষামূলক সমাজকর্মে নিজেকে যুক্ত করে গর্বিত।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রামের কর্মজীবী দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য উপসহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল কর্মকর্তাদের পূর্ণ অংশগ্রহণে সংস্থা যে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি পরিচালনা করছে তা মানুষের প্রিয় হয়ে উঠেছে। কারণ এ কর্মসূচি তাদের কাছে প্রতিদিনের বন্ধু হয়ে উঠেছে যা তাদেরকে স্বাস্থ্যসচেতন করে ও জরুরি ক্ষেত্রে পরামর্শ দিয়ে বড় বিপদের কবল থেকে রক্ষা করছে। করোনাসংকটকালে আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা নিজ নিজ কর্ম-এলাকায় মানুষকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে সচেতন ও অনুপ্রাণিত করেছেন।

করোনাসংকট আমাদের সবাইকে থমকে দিয়েছে। তবু মানুষের জীবন তো আর থেমে থাকতে পারে না। কর্মজীবী গ্রামের মানুষের জীবনের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই আমাদেরকেও এগিয়ে যেতে হবে। কবির ভাষায় এই বলে শেষ করতে চাই: মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে।

ডঃ আব্বাস ভূঁইয়া
চেয়ারম্যান

মুখবন্ধ

করোনাভাইরাস সংক্রমণে হঠাৎ যেন থমকে গেছে বিশ্ব। উন্নত দেশগুলোই এর ধাক্কায় টালমাটাল অবস্থায়, সেখানে উন্নয়নশীল ও পিছিয়ে পড়া দেশগুলোর পক্ষে এ ধাক্কা কাটিয়ে ওঠা বেশ সময়সাপেক্ষ ও কঠিন ব্যাপার। তবু নিয়ত দুর্যোগ মোকাবিলায় অভ্যস্ত বাংলাদেশের মানুষকে থামিয়ে দিতে পারেনি এ অতিমারি। কৃষি ও কৃষক আমাদের প্রাণ। বাংলার সেই কৃষক শুরুতে হোঁচট খেয়েছে, তবে একদিনও তার কাজ বন্ধ রাখেনি। কৃষকের হাত ধরে হাঁটতে শুরু করেছে অন্যরাও, বেঁচে থাকার তাগিদেই হাঁটতে হয়েছে। এভাবেই অর্থনীতি ও জীবনের চাকা এখানে সচল।

সবার মতো সিদীপসহ দেশের সকল উন্নয়ন সংস্থাকেও এ কঠিন সময় মোকাবিলা করতে হয়েছে ও হচ্ছে। আমাদের কাজের মূল ক্ষেত্র গ্রামীণ মানুষের জীবন, তাদেরকে আর্থিকসেবা দেয়া যাতে তারা দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতাকে পরাজিত করে দেশের উন্নয়নের মুলস্রোতে শামিল হতে পারে। দেশে করোনাসংকট যখন শীর্ষে গ্রামে আমাদের কর্মীরা সাধ্যমতো কৃষকের পাশে দাঁড়িয়েছে তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তার মাধ্যমে। সকল শক্তি আমাদের কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের, আমরা তাদের পারস্পরিক যোগাযোগ সচল ও বন্ধন দৃঢ় রাখার চেষ্টা করেছি।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য সামাজিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের এগিয়ে চলার চেষ্টা ও অর্জিত উন্নয়নকে টেকসই করা আমাদের কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। উন্নয়নকে শুধু অর্থনৈতিক নয়, বিবেচনা করেছি সামগ্রিক দৃষ্টিকাণ থেকে।

তাই গ্রামে আমাদের সকল কর্ম-এলাকায় দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া পরিবারের শিশুদের জন্য পরিচালনা করছি এক অভিনব শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি। যেখানে উঠানে বা উন্মুক্ত স্থানে বসা আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রে প্রাক-প্রাথমিক, ১ম ও ২য় শ্রেণীর শিশুদের পাঠ-সহায়তা দেয়া হয় যাতে নিরক্ষর ও দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা স্কুলে ভাল ফল করে ও তাদের ঝরে পড়া রোধ হয়। আর এখানে এমন সমাজব্রতমূলক শিক্ষাদানের কাজটি করে থাকেন আমাদের ঐ গ্রামেরই কোনো গৃহবধূ বা কলেজ-পড়ুয়া মেয়ে। এমন আড়াই হাজার সৃষ্টিশীল নারীশিক্ষিকার প্রচেষ্টায় আজ এ কর্মসূচি একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হতে যাচ্ছে। গ্রামের এসব শিক্ষাকেন্দ্রে শুধু পড়ালেখাই নয়, শিশুদের নিয়ে নিয়মিত প্রকৃতি পাঠ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদযাপন, মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের শ্রদ্ধা ও স্নেহের বন্ধন দৃঢ় করা, স্থানীয় প্রবীণ-প্রবীণাকে সংবর্ধনা ইত্যাদির আয়োজন করা হয়।

আবার গ্রামের দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকার রক্ষায় আমাদের উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল কর্মকর্তারা তাদের দোরগোড়ায় পৌছে দিচ্ছেন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা। রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রত্যন্ত পর্যায়ে সৃষ্টি করছেন স্বাস্থ্যসচেতনতা। এভাবে দরিদ্র ও স্বল্পবিত্ত মানুষের জন্য স্বল্পখরচে হাতের কাছেই প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার কাজ করছে সিদীপ। গ্রামের শ্রমজীবী মানুষকে যাতে হঠাৎ কোনো বড় স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখে পড়ে বিরাট আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে না হয় সেজন্য আমাদের স্বাস্থ্যসেবা-কর্মীগণ তাদের পাশে থেকে প্রাথমিক জরুরি সহায়তা ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তবে করোনাভাইরাসজনিত অনাকাঙ্খিত সংকটে আমাদের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম প্রাথমিক পর্যায়ে হোঁচট খায়। এ সময়ে কভিড-১৯এর ছোবল থেকে সুরক্ষার জন্য তারা মাস্ক ব্যবহার, সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, জমায়েত না হওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে নিয়মিত মানুষকে সচেতন করছে।

তারপরও এ বছর আরও প্রায় ৯ হাজার গ্রামীণ পিছিয়ে পড়া মানুষকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনার ফলে বর্তমানে আমাদের সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,৩৬,০৭৫ জন। সঞ্চয়স্থিতি ও ঋণস্থিতি বেড়েছে যথাক্রমে প্রায় ৪০ কোটি ও ৫৯ কোটি টাকা। এ বছরে মোট ঋণ বিতরণ হয়েছে প্রায় ১,০৯৩ কোটি টাকা। সংস্থার মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৪৪ কোটি টাকায়। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণে সদস্য, সঞ্চয়স্থিতি, ঋণস্থিতি ইত্যাদি বেড়েছে। সংস্থার নিজস্ব পুঁজি ও মোট সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সংস্থার শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন শিক্ষালোকসহ উন্নয়নমূলক কয়েকটি ভাল প্রকাশনা আমরা সুধীমহলের হাতে তুলে দিতে পেরেছি।

গ্রামীণ দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়নসংগ্রামে আমরা আছি ও থাকবো আগের মতোই।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া
নির্বাহী পরিচালক

সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক

মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার অকাল প্রয়াণে

আমরা গভীরভাবে শোকাহত

করোনাভাইরাস সংকটে বিশ্ব অর্থনীতি হোঁচট খেয়েছে, আমাদের দেশও থমকে গিয়েছিলো। আর কভিড-১৯এ সিদীপ হয়েছে এক বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন। করোনাসংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে ২২ আগস্ট ২০২০ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ঢাকায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ছিলেন একজন দূরদর্শী উন্নয়ন-চিন্তক ও অত্যন্ত নিবেদিত-প্রাণ সমাজকর্মী। তাঁর এ বিদায় দেশের সমগ্র উন্নয়নক্ষেত্রের জন্যই একটা বড় ক্ষতি। আর তাঁর স্বপ্নের সংস্থা সিদীপের জন্য এ ক্ষতি অপূরণীয়। তাঁর এ অকাল প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।

তিনি বেঁচে থাকতেই সিদীপের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ তৈরি প্রায় চূড়ান্ত হয়। কিন্তু এর প্রকাশনা দেখে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। যে কোনো মানসম্মত ও সুন্দর কাজ দেখলে সবচেয়ে খুশি হতেন তিনি। তাই এ প্রকাশনাটি যখন আলোর মুখ দেখছে, তাঁর অনুপস্থিতি আমাদের মনে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি করেছে।

তবে গ্রামের দরিদ্র মানুষের উন্নয়নচিন্তায় মগ্ন ও নিবেদিত-প্রাণ সমাজকর্মী মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার সৃষ্টি, চিন্তা ও কাজকে সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে নেয়াই আমাদের প্রতিজ্ঞা। এভাবেই আমাদের স্মৃতিতে আমরা তাঁকে অম্লান রাখতে চাই। আমাদের চিন্তা ও কর্মের দ্বারা বাস্তবায়িত হোক এ মহান মানুষটির স্বপ্ন ও সাধনা। আমাদের কামনা–শোক যেন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

মিফতা নাঈম হুদা
নির্বাহী পরিচালক
২৬ আগস্ট ২০২০

রূপকল্প

আমাদের রূপকল্প হচ্ছে টেকসই মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে নবধারা প্রবর্তন এবং পরিবর্তনের উদাহরণ সৃষ্টি।

VISION

Our Vision is to be the Trend-setter of innovation and change for sustainable human development.

উদ্দেশ্য

আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে ও বাইরে সুবিধাবঞ্চিত, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে পরিবেশবান্ধব টেকসই নবধারার উন্নয়ন সেবা দিয়ে ক্ষমতায়িত করে সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা এবং পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোক্তাদের আমাদের সার্বিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সহায়তা করা।

আমরা বাঁচি পরের ও নিজের জন্য।

MISSION

Our Mission is to provide environmentally sustainable innovative development services and goods for empowering the excluded and the disadvantaged in order to integrate them in the mainstream of the society in Bangladesh and beyond along with supporting and empowering micro and small entrepreneurs in our overall development endeavors.

Our being is being for others and for ourselves.

মূল্যবোধ

নবধারা প্রবর্তন
টেকসইতা
অন্তর্ভুক্তিকরণ
ন্যায়পরায়ণতা
সততা ও নিষ্ঠা
দলবদ্ধ কাজের প্রেরণা
স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা
মানবিক মর্যাদা

VALUES

Innovative thinking
Sustainability
Inclusiveness
Fair to all
Honesty and Integrity
Team spirit
Transparency and Accountability
Human dignity

পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

সাধারণ পরিষদ

সংস্থার সকল কর্মকাণ্ডে সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের/পেশার স্বনামধন্য ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে, যেমন - অর্থনীতি, শিক্ষকতা, চিকিৎসা, গবেষণা, ব্যবসা ইত্যাদিতে সফল, নিবেদিত ও নিঃস্বার্থভাবে দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তি সমন্বয়ে সংস্থার দায়বদ্ধতার সর্বোচ্চ স্তর সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়েছে।

সিদীপ-এর সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায় সাধারণ পরিষদে বর্তমানে ২১ জন সদস্য আছেন। তাঁদের নাম নিম্নে দেয়া হলো:

ডঃ আব্বাস ভূঁইয়া
জনাব জি.এম. সালেহউদ্দিন আহমেদ
জনাব মোহাম্মদ আবদুল্ল্যাহ্
অধ্যাপক আহমেদ কামাল
অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান
অধ্যাপক সৈয়দ ফখরুল হাসান মুরাদ
সৈয়দ সাঈদউদ্দিন আহ্মেদ
জনাব সালেহউদ্দিন আহমেদ
ডঃ এটিএম ফরিদ
জনাব নার্গিস ইসলাম
জনাব শামা রুখ আলম
অধ্যাপক মাজেদা শফিউল্ল্যা
জনাব শাহজাহান ভূঁইয়া
জনাব মাসুদা বানু ফারুক রত্না
জনাব এম খায়রুল কবীর
জনাব মাহমুদুল কবীর
জনাব শফিকুল ইসলাম
জনাব এ.এফ.এম. শামসুদ্দীন
জনাব সালেহা বেগম
জনাব এস. আবদুল আহাদ
অধ্যাপক ডা. নারগিস আখতার

১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে সিদীপের ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

পরিচালনা পরিষদ

সংস্থার ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। বর্তমান পরিচালনা পরিষদে নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ রয়েছেন।

চেয়ারম্যান
ডঃ আব্বাস ভূঁইয়া

ভাইস চেয়ারম্যান
জনাব জি.এম সালেহউদ্দিন আহমেদ

সদস্য
জনাব নার্গিস ইসলাম
জনাব শামা রুখ আলম
জনাব এস. আবদুল আহাদ
ডঃ এটিএম ফরিদ
অধ্যাপক মাজেদা শফিউল্ল্যা

সচিব/নির্বাহী পরিচালক
জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

ডঃ আব্বাস ভূঁইয়া, সভাপতি
জনাব জি.এম সালেহউদ্দিন আহমেদ, সহ-সভাপতি
জনাব নার্গিস ইসলাম, সদস্য
জনাব শামা রুখ আলম, সদস্য
জনাব এস. আবদুল আহাদ, সদস্য
ডঃ এটিএম ফরিদ, সদস্য
অধ্যাপক মাজেদা শফিউল্ল্যা, সদস্য
জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়া, সচিব

পরিচালনা পর্ষদ সভা

২০১৯-২০ অর্থবছরে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস-এর গভর্নিং বডির মোট ৬টি সভা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সংস্থার সার্বিক ব্যবস্থাপনা করে থাকেন। নির্বাহী পরিচালক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে সংস্থার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেন। নিয়ম মাফিক মাসিক ও সাপ্তাহিক মিটিং ছাড়াও প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবি নিম্নে দেওয়া হলো।

কর্মকর্তার নাম	পদবি
জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়া	নির্বাহী পরিচালক
জনাব মিফতা নাঈম হুদা	পরিচালক (স্ট্র্যাটেজি এন্ড ডেভেলপমেন্ট)
জনাব এ. কে. এম. হাবিব উল্লাহ আজাদ	অতিরিক্ত পরিচালক (প্রোগ্রাম)
জনাব মোঃ আবদুল কাদির সরকার	জিএম
সৈয়দ লুৎফর রহমান	জিএম (মানবসম্পদ বিভাগ)
জনাব এ. কে. এম. শামসুর রহমান	ডিজিএম (ফিন্যান্স এন্ড অ্যাকাউন্টস)
ডা. এ. কে. এম. আব্দুল কাইয়ুম	ডিজিএম (হেলথ)
ছাঈদ আহাম্মেদ খান	ডিজিএম
জনাব মোঃ আবুল হোসেন	এজিএম (প্রশিক্ষণ বিভাগ)
জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম	এজিএম (স্পেশাল প্রোগ্রাম)
জনাব শান্ত কুমার দাস	এজিএম (ক্রেডিট প্রোগ্রাম)
জনাব দীপ কুমার রায় মৌলিক	এজিএম (আইটি বিভাগ)
জনাব সচ্চিদানন্দ দাস	ম্যানেজার (ফিন্যান্স এন্ড অ্যাকাউন্টস)
জনাব আবু খালেদ	ম্যানেজার (ক্রেডিট প্রোগ্রাম)
জনাব নূরুন নবী সেখ	ম্যানেজার (ক্রেডিট প্রোগ্রাম)
জনাব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম	ম্যানেজার (ক্রেডিট প্রোগ্রাম)
জনাব মোঃ বদরুল আলম	ম্যানেজার (মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট)

প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ : ২০১৯-২০

২০১৯-২০ অর্থবছরটিতে সিদীপ পঁচিশ বছর পূর্ণ করলো। এ সময়ে কভিড-১৯-এর ধাক্কা সামলে আমাদেরকে এগোতে হয়েছে। বিশ্বকে টালামাটাল করা করোনাসংকটের মাঝেও অবশ্য সংস্থার কিছু ভাল অর্জন আছে। এ বছরের ঋণ ও অন্যান্য কার্যক্রমের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে তুলে ধরা হলো।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও সেবা

২০১৯-২০ অর্থবছর শেষে সিদীপের কর্মকাণ্ড ২০টি জেলার ১২৫টি উপজেলায় মোট ৫,১৮৭টি গ্রামে বিস্তৃতি লাভ করেছে। একই সঙ্গে ১৭৫টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে বিগত বছরের ২,২৭,২৬৯ জন সদস্য বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান বছরে ২,৩৬,০৭৫ জন সদস্যে উন্নীত হয়েছে।

বর্তমান অর্থবছরে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১,০৯৩ কোটি টাকা যা বিগত অর্থবছরে ছিল ১,১৮৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ এ বছরে ঋণ বিতরণ হ্রাস পেয়েছে ৭.৭৬%। এ বছর সঠিক সময়ে ঋণ আদায়ের হার ১০০%।

বিগত অর্থবছরে মোট ঋণের স্থিতি ছিল ৬৪০.৫৪ কোটি টাকা যা বর্তমান অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৯৯.৬৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় ঋণস্থিতিও বৃদ্ধি পেয়েছে ৯.২১%।

বিগত অর্থবছরে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ২৯৮.৭৫ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থবছরে আরও ৩৯.৬৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে মোট সঞ্চয়ের স্থিতি ৩৩৮.৪২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

বিগত অর্থবছরে খেলাপির পরিমাণ ছিল ৭.৪৬ কোটি টাকা। এই অর্থবছর শেষে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ হয়েছে ১০.৩৪ কোটি টাকা – যা মোট ঋণস্থিতির ১.৪৮%।

জুন ২০২০ পর্যন্ত সংস্থার কু-ঋণ সঞ্চিতি খাতে ১৫.৫৫ কোটি টাকা হিসাবভুক্ত করে রাখা হয়েছে। বর্তমান খেলাপির পরিমাণ কু-ঋণ সঞ্চিতির মাত্র ৬৬.৫০%।

এ বছরে নতুন ব্রাঞ্চ খোলার ফলে বর্তমানে ১৭৫টি ব্রাঞ্চ চালু আছে। অন্যদিকে সকল কার্যক্রমের গুণগত মানেরও উন্নয়ন হয়েছে।

এ অর্থবছর শেষে ব্রাঞ্চ-প্রতি ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি টাকা। একইভাবে ব্রাঞ্চ-প্রতি সঞ্চয়ের স্থিতি দাঁড়িয়েছে প্রায় ২ কোটি টাকা। অন্যদিকে এ বছরে প্রতি মাঠকর্মীর ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ৭২.৩৫ লক্ষ টাকা এবং প্রতি মাঠকর্মীর সঞ্চয় স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৩৫ লক্ষ টাকা।

শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি

এ বছর শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচিতে ২,৫৭০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুকে পাঠদান করা হচ্ছে। একই সঙ্গে এ বছরেও ১৮টি মডার্ন স্কুল চলমান আছে।

স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি

এ অর্থবছরে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির আওতায় ১০০টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে ১৫,৮৬২ জন শিশুসহ সর্বমোট ৩,৪২,২৯৬ জন রোগীকে নানা ধরনের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রতিদিনই এই সেবার মান ও উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়ছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

উন্নয়নের কেন্দ্রে মানুষ- এই চেতনা ধারণ করে পিকেএসএফের তত্ত্বাবধানে এ বছরও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ২টি ইউনিয়নে ২টি 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচি বাস্তবায়ন হচ্ছে এবং বহুমুখী সামাজিক সেবা কার্যক্রম চলছে।

তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিস্তৃতি

সিদীপের আইটি বিভাগের সহায়তায় এ অর্থবছরে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির পাশাপাশি অন্যান্য সকল কর্মসূচিতে নতুন প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যার ও অ্যাপসের ব্যবহার হয়েছে। এ ছাড়া স্বাস্থ্যকর্মসূচির আওতায় টেলিডার্মার পাইলটিং চলছে।

মানব-সম্পদ ও প্রশিক্ষণ

নতুন নিয়োগ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়ে এ অর্থবছর শেষে মোট জনবল ৪,৮১২ জনে উন্নীত হয়েছে। এ বছরে বিভিন্ন পর্যায়ে ৪০৩ জনকে নিয়োগ এবং ১৬১ জনকে গ্রেড উন্নয়ন ও পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৫১,১৭৭ জনকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

গবেষণা ও প্রকাশনা

এ অর্থবছরে কয়েকটি গবেষণা সম্পন্ন ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং ‘শিক্ষালোক’ নামে একটি বুলেটিনের ২টি সংখ্যা প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট মহলে বিতরণ করা হয়েছে।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি

সমাজের নানা ধরনের অবক্ষয়রোধে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় সংস্থা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ ও মাণিকগঞ্জ জেলার সকল উপজেলায় সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করেছে।

নিরীক্ষা কার্যক্রম

সিদীপের বার্ষিক সাধারণ সভায় নিয়োগকৃত বহিঃনিরীক্ষক বছরান্তে সংস্থা অডিট করেছে। এছাড়া পিকেএসএফ তার অভ্যন্তরীণ ও তাদের নিয়োগকৃত বহিঃনিরীক্ষকের মাধ্যমে ‘সিদীপ’-এর অডিট করেছে। সিদীপ এর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে এ অর্থবৎসরে সংস্থার ব্রাঞ্চে ৮৪টি সাধারণ অডিট এবং ১৬৬টি সার্বিক অডিট সম্পন্ন হয়েছে।

সংস্থার আর্থিক অবস্থা

এ বছরে সংস্থার আর্থিক স্বয়ম্ভরতা অর্জিত হয়েছে ১২৭.৭৮% যা বিগত বছরে ছিল ১৪৬.৮০%।

এ অর্থবছরে সর্বমোট আয় হয়েছে ১৪৮.৯৫ কোটি টাকা এবং সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ১২৩.০১ কোটি টাকা। ফলশ্রুতিতে এ অর্থবছরে উদ্বৃত্ত তৈরি হয়েছে ২৫.৯৫ কোটি টাকা।

এ অর্থবছর শেষে সংস্থার ক্ষুদ্রঋণে সর্বমোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ৬৯৯.৬৬ কোটি টাকা (আসল)। এছাড়া ব্যাংকে স্থায়ী আমানত, গভ. ট্রেজারি বন্ড এবং এসটিডি হিসাবে বিনিয়োগকৃত ৬৯.২৮ কোটি টাকাসহ এ অর্থবছরে সর্বমোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ৭৬৮.৯৪ কোটি টাকা।

জুন ২০২০এ সিদীপের মোট দায় রয়েছে ৫৪০.০৭ কোটি টাকা এবং এর বিপরীতে সংস্থার সম্পত্তি দাঁড়িয়েছে ৮৪৪.১১ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে দায়-সম্পত্তির হার ৬৩.৯৮% যা বিগত বছরে ছিল ৬২.৬৩%। বর্তমানে সংস্থার তহবিল পর্যাপ্ততা ৩৮.০৩% যা বিগত জুন ২০১৯এ ছিল ৩৮.৫৫%।

আর্থিক সেবা

নাটোরের গুরুদাসপুরে উৎপাদিত বাঙ্গি বাজারজাতকরণের উদ্যোগ

নাটোর জেলার গুরুদাসপুরে বাঙ্গি ও রসুনের ভাল ফলন হয়েছিলো। এখানে চলনালী, পারশিষা, সিধুলী, নারিবাড়ী, দক্ষিণ নারিবাড়ীসহ বিভিন্ন গ্রামে সিদীপের অনেক সদস্য বাঙ্গি ও রসুন চাষের উপর নির্ভরশীল। এজন্য সিদীপের গুরুদাসপুর ব্রাঞ্চ হতে সদস্যরা এসএমএপি প্রকল্পে ঋণ গ্রহণ করেছেন। প্রত্যেক বছর ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ভৈরব, সিলেট, বগুড়া, রংপুরসহ বিভিন্ন জেলা হতে বেপারি এসে ট্রাক ভর্তি করে বাঙ্গি কিনে নিয়ে যান। কিন্তু এ বছর করোনা ভাইরাসজনিত সংকটের কারণে বাঙ্গি বিক্রি করতে তারা সমস্যায় পড়েছেন। এমন পরিস্থিতে সিদীপের গুরুদাসপুর ব্রাঞ্চের কর্মীগণ বেপারিদের সাথে ও কয়েকজন ট্রাক ড্রাইভারের সাথে যোগাযোগ করেন। এরপর বেপারিরা স্থানীয় বিকাশের দোকানে টাকা পাঠিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে বাঙ্গি কিনতে শুরু করেন। ফলে প্রতিদিন গুরুদাসপুর হতে ২০/২৫টি ট্রাক নিয়মিত বাঙ্গি বহন করে দেশের বিভিন্ন স্থানে যায়। প্রতি বিঘা জমিতে ২০০০/২৫০০টি করে বাঙ্গি উৎপাদিত হয় যা বিক্রি করে চাষীর ৪৫,০০০/৫০,০০০ টাকা আয় হয়। লাভলী, লাইলি, বাদলী, মাসুদা, নুরুন্নাহার প্রমুখ সদস্যগণ এই দুর্যোগ পরিস্থিতিতে বাঙ্গিগুলো বিক্রি করতে পেরে খুশি হয়েছেন।

পাবনার বেড়ায় ও সাঁথিয়ায় চালকুমড়া বাজারজাতকরণে সিদীপের উদ্যোগ

পাবনা জেলার বেড়া ও সাঁথিয়া উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে বাণিজ্যিকভাবে চালকুমড়া চাষ করা হয়। উল্লেখযোগ্য গ্রামগুলো হলো পাচুরিয়া, চাকলা, আফরা, বায়া, মঙ্গলগ্রাম, করমজা, শহীদনগর, মহিষাকোলা। এ ছাড়াও বেশ কয়েকটি গ্রামে বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি আবাদ করা হয়। এ সব এলাকায় সিদীপের সিএন্ডবি বাজার ব্রাঞ্চ হতে সাধারণ ঋণের পাশাপাশি সবজি উৎপাদনের জন্য কৃষক সদস্যদেরকে এসএমএপি ঋণ দেয়া হয়। দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণে পাইকারি বিক্রেতা না পাওয়ায় কৃষকগণ সময়মতো চালকুমড়া বাজারজাত করতে পারছিলো না। পরিবহনের সমস্যাও ছিলো বড়। ফলে স্থানীয় বাজারে এগুলো কম দামে বিক্রি করে তারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলো। এ অবস্থায় সিদীপের স্থানীয় কর্মীদের উদ্যোগে পাইকারি ও

ট্রাকচালকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে চাল কুমড়া বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। ফলে প্রতিদিন ২/৩ ট্রাকে প্রায় ৮-১০ টন চালকুমড়া দেশের বিভিন্ন জেলায় পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। ইনসানি, খালেদা, খোদেজা, মনোয়ারা প্রমুখ সদস্য তখন ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা আয়ের সম্ভাবনা দেখতে পান।

গাজীপুরে মাওনায় ডিম ও দুধ উৎপাদনকারীদের পাশে

গাজীপুরে সিদীপের মাওনা ব্রাঞ্চ কর্ম-এলাকায় সিংদিঘী গ্রামে আনোয়ারা, মাহিনুর, শেফালী, মোমেনা, শিউলি বেগমসহ কয়েকজনের লেয়ার মুরগির ফার্ম রয়েছে। অনেকেই সিদীপের সদস্য। প্রত্যেক ফার্মে প্রায় ৩০০০ থেকে ৫০০০ ডিম দেয়ার উপযুক্ত মুরগি আছে। এ সকল ডিম ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ হতো। করোনা-দুর্যোগের ফলে ঢাকা থেকে কোনো ব্যবসায়ী ডিম নিতে আসছিলো না। ফলে ডিম বিক্রি বন্ধ হওয়ার পথে। জানা যায়, পরিবহন ব্যবস্থা না থাকায় আড়তদাররা ডিম নিতে পারছিল না। সিদীপ ব্রাঞ্চের কর্মীরা খোঁজ নিলে আড়তদাররা বলেন, ডিম আড়তে পৌঁছে দিলে তারা ডিম কিনবেন। দেখা গেল, দুজন সিদীপ সদস্যের স্বামী পিক-আপ গাড়ির চালক। যোগাযোগ করা হলে পিক-আপ চালকরা বলেন, এই সময়ে কোন ট্রিপ পেলেতো ভালই হয়, অনেক দিন বাড়িতে বসা, হাতে কোন টাকা-পয়সা নাই। পোলাপান লইয়া খামু কী? সিদীপ-কর্মীরা তখন ঐ দুই চালককে মুরগির ফার্মওয়ালাদের সাথে সরাসরি কথা বলিয়ে দেন। তখন প্রতিদিন পিক-আপে করে ডিম ঢাকার কারওয়ান বাজার ও মিরপুরে যাওয়া শুরু হয়।

আবার নিজমাওনা গ্রামে জয়নব, হাজেরা, শেফালি, শামীমাসহ সিদীপের ১০/১২ জন সদস্যার গাভীপালন প্রকল্প রয়েছে। প্রত্যেকের খামারে ৮ থেকে ৪০টি গাভী রয়েছে। এ সকল খামারের উৎপাদিত দুধ স্থানীয় ও ঢাকার বিভিন্ন মিষ্টি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ হতো। কিন্তু করোনার আতংকে কেউ দুধ কিনতে আসছিলো না। সিদীপ-কর্মীরা খোঁজ নিয়ে জানেন মাওনা চৌরাস্তার আশেপাশে ব্যাপক দুধের চাহিদা রয়েছে এবং দামও ভালো। তারা চৌরাস্তার ৩/৪ জন দুধবেপারির সাথে কথা বলেন ও তাদের সঙ্গে খামারিদের পরিচয় করিয়ে দেন। সেই থেকে নিজমাওনা গ্রামের গাভীর দুধ বেপারিদের কাছে ন্যায্য দামে বিক্রি হচ্ছে। এতে খামারি ও বেপারি উভয়েই লাভবান হচ্ছেন।

এলাকার ডিম ও দুধ উৎপাদনকারীরা বলেন, এভাবে সবাই সহাযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে মানুষ উপকৃত হবে এবং সবাই ভাল থাকবে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ

বিগত বছরগুলোর মত এ বছরেও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গুণগত মান রক্ষা করে বিস্তৃতি ও পরিমাণের দিক থেকে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সিদীপ বাংলাদেশের ২০টি জেলার ১২৫টি উপজেলার ১১৯৪টি ইউনিয়ন/পৌরসভায় এবং ৫১৮৭টি গ্রামে ১৭৫টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ক্ষুদ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মাঝে তাদের নিজস্ব উদ্যোগ/কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে সংস্থা বিভিন্ন ধরনের ঋণ সেবা প্রদান করছে। যেমন: জাগরণ ঋণ, অগ্রসর ঋণ, বুনিয়াদ ঋণ, সুফলন ঋণ, সোলার ঋণ, জীবনমান উন্নয়ন ঋণ, এসএমএপি ঋণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ এবং স্যানেটেশন উন্নয়ন ঋণ। উদ্যোক্তার প্রকল্পে বিনিয়োগ এবং ঐ প্রকল্পে তার কি পরিমাণ ঋণ চাহিদা আছে তার ওপর ভিত্তি করে ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ প্রদানের পূর্বে গ্রহণকৃত ঋণ পরিশোধের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়।

ঋণ কার্যক্রমের বিভিন্ন সূচকের অনুপাত বিশ্লেষণ

সিদীপ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পরিমাণ বা সংখ্যাগত বৃদ্ধির পাশাপাশি গুণগতমানকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাই বিগত অর্থবছরের (২০১৮-২০১৯) সাথে চলতি অর্থবছরের (২০১৯-২০২০) পরিমাণগত ও গুণগত মানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো।

ক্র. নং	বিবরণ	ক্রমপুঞ্জীভূত অবস্থান	
		অর্থবছর : ২০১৮-২০১৯	অর্থবছর : ২০১৯-২০২০
১	OTR (On Time Recovery Rate)	৯৯.৪৭	১০০
২	CRR (Cumulative Recovery Rate)	৯৯.৮৬	৯৯.৮৪
৩	PAR (Portfolio at Risk)	১.৩৯	১.৯৩
৪	কর্মী: স্টাফ (%)	৫৬.৩৩	৫৯.৪৭
৫	সদস্য: ঋণী (%)	৮৩.৬৫	৮১.২৫
৬	কর্মী: সদস্য	২৬৮.৯৬	২৪৪.১৩
৭	কর্মী: ঋণী	২২৪.৯৮	১৯৮.৩৬
৮	কর্মী: সঞ্চয় (লক্ষ)	৩৫.৩৬	৩৫.০০
৯	কর্মী: ঋণস্থিতি (কোটি)	০.৭৬	০.৭২
১০	সঞ্চয়: ঋণস্থিতি (%)	৪৬.৭৯	৪৮.৩৭
১১	ঝুঁকিপূর্ণ ঋণী (%)	১.৬৫	২.২০

ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি

বিগত অর্থবছরের তুলনায় বর্তমান অর্থবছরে অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক্র. নং	বিবরণ	অবস্থান : জুন ২০১৯	অবস্থান : জুন ২০২০
১	ব্রাঞ্চ	১৬২	১৭৫
২	মোট কর্মী	১৫০০	১৬২৬
৩	মোট মাঠ কর্মী	৮৪৫	৯৬৭
৪	সদস্য সংখ্যা	২,২৭,২৬৯	২,৩৬,০৭৫
৫	ঋণী সংখ্যা	১,৯০,১০৪	১,৯১,৮৭৪
৬	মোট সঞ্চয়স্থিতি (লক্ষ টাকা)	২৯,৮৭৫	৩৩,৮৪২
৭	মোট ঋণস্থিতি (লক্ষ টাকা)	৬৪,০৫৬	৬৯,৯৬৩
৮	বকেয়া (জন)	৩,০০৫	৪,২১৬
৯	বকেয়া (লক্ষ টাকা)	৭৪৬	১,০৩৪
১০	মোট বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১,১৮,৫০৫	১,০৯,২৫৫.৫
১১	প্রতি টাকা ঋণ বিতরণের ব্যয়	০.০৯	০.০৮
১২	উদ্বৃত্ত (লক্ষ টাকা)	২২,৮২৪	২৪,৪৮৩
১৩	কার্যক্রম স্বয়ম্ভরতা	১৩৮.৯১%	১২১.০৯%

বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সেবা

সিদীপ সদস্যদের ঋণের চাহিদা বিবেচনা করে বাস্তব অবস্থার নিমিত্তে বিভিন্ন ধরনের ঋণ বিতরণ করে থাকে। খাতভিত্তিক বিভিন্ন ঋণের তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক্র. নং	বিবরণ	জুলাই '১৮ হতে জুন '১৯ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)			জুলাই '১৯ হতে জুন '২০ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)		
		জন	টাকা (পরিমাণ)	ঋণস্থিতি	জন	টাকা (পরিমাণ)	ঋণস্থিতি
১	জাগরণ (সাধারণ)	১,৩১,১০২	৪৩,৪১১.১৮	২৫,২৮২.৩৯	১,২৬,২৫৯	৪৯,৫৮১.৯৮	৩০,৬৯২.১০
২	অগ্রসর (উদ্যোক্তা)	৭০,৬৩১	৬৬,৪৬১.১৯	৩৪,১৬১.১৪	৪১,৪৩৪	৫২,৫৪৮.১১	৩৪,৮০১.৮৬
৩	বুনিয়াদ (হতদরিদ্র)	৭৩৪	১৪৬.৫৭	৯২.১৪	৬৭৫	১২৩.৫২	৬৭.১৩
৪	সুফলন (মৌসুমী)	৯,৬৬৩	২,৪২৩.৯০	৫৮২.১৫	৭,০২১	১,৮৮০.২০	৭৯০.৯০
৫	এসএমএপি (কৃষিখাত)	১৬,২৬৪	৪,৪৯৯.৬৫	৩,০৬৯.৮৬	১৪,১০১	২,৭৫৬.৯৭	২,০৮১.৮৪
৬	সমৃদ্ধি-আইজিএ	১৫৫৩	৭৩৮.৫৫	৩৮৮.১৬	১,২১০	৬০২.০২	৩৬৭.২৪
৭	সোলার	৬০১	৮৫.৩২	৩৮.০৭	১৩৬	২০.২১	১৩.৫৯
৮	জীবনমান উন্নয়ন	৩,৫৫০	৭৩৮.৪০	৪৪১.৮১	৩,৭৩২	৭২৩.৩৩	৪৪১.৩৭
৯	ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন ঋণ	-	-	-	২৭৬	১,০০২.৯০	৬৯৪.৫০
১০	স্যানিটেশন উন্নয়ন ঋণ	-	-	-	১২২	১৬.২৬	১৫.১৭
মোট		২,৩৪,০৯৮	১,১৮,৫০৪,৭৬	৬৪,০৫৫.৭২	১,৯৪,৯৬৬	১,০৯,২৫৫.৫০	৬৯,৯৫৬.৭০

সঞ্চয় কার্যক্রম

সমিতিবদ্ধ দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি তাদের প্রদত্ত সঞ্চয় জমার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করে সদস্যদের পুঁজি গঠনের লক্ষ্যে সংস্থায় তিন ধরনের সঞ্চয় প্রোডাক্ট চালু রয়েছে। বাধ্যতামূলক সঞ্চয় (সাধারণ) সমিতির সভায় সদস্যরা কিস্তির সাথে জমা করে থাকেন। স্বেচ্ছা সঞ্চয় সদস্যগণ যে কোন সময় যে কোন পরিমাণ জমা করার পাশাপাশি অফিস চলাকালীন সময়ে উত্তোলন করতে পারেন। মেয়াদী সঞ্চয় দু ধরনের: ১. মাসিক মেয়াদী সঞ্চয় (MTS) যা সদস্য মাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমা করে থাকেন। ২. নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এককালীন জমা (FDR)।

প্রোডাক্টভিত্তিক সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক্র. নং	বিবরণ	অগ্রগতির ক্রমপুঞ্জিভূত অবস্থান	
		জুন ২০১৯ (লক্ষ টাকা)	জুন ২০২০ (লক্ষ টাকা)
১	বাধ্যতামূলক (সাধারণ)	১৮,৯৫৮.৩১	২১,০১৩.২৫
২	স্বেচ্ছা	৪,১২৩.৩৫	৪,৮৮০.০৬
৩	মেয়াদী (মাসিক)	৬,৪৬১.৭৩	৭,৫৪৭.৭৩
৩.১	মেয়াদী (এফডিআর)	৩৩১.৬০	৪০১.৪০
মোট		২৯,৮৭৪.৯৯	৩৩,৮৪২.৪৪

২০১৯-২০ অর্থবছরে ঋণ কার্যক্রমের মাসওয়ারি সার্বিক তথ্য

মাসের নাম	মোট সদস্য	ঋণী সংখ্যা	সঞ্চয় স্থিতি	মাসের ঋণ বিতরণ	ঋণ স্থিতি	খেলাপি স্থিতি	
						জন	টাকা
জুলাই '১৯	২,৩০,২৩৮	১,৯১,৩২১	৩০১,৪২,২৭,৮২৭	১২১,৪০,৮১,০০০	৬৫৪,১০,৫৭,০৩৭	৩১০০	৭,৭৬,২৬,২৮৭
আগস্ট '১৯	২,৩২,০২৬	১,৯১,৫০৭	৩০৪,০১,৭৩,৪৪১	৮১,৮৪,৪৩,০০০	৬৪৩,১৯,৬২,৮৮৬	৩১৯৬	৭,৯৯,৮৮,০৯৮
সেপ্টেম্বর '১৯	২,৩৫,১৮২	১,৯৩,৫৬৩	৩০৭,১৬,৫৯,১১৫	১২৪,৮৮,৯১,০০০	৬৬১,৯৮,৫৩,১০৫	৩১৯৭	৮,১৯,৩৭,৯৫১
অক্টোবর '১৯	২,৩৯,৫৫৩	১,৯৬,২৬৪	৩১১,৪৭,৩৯,৪৭২	১২৫,৬০,৬৩,০০০	৬৭৭,১৫,৩১,০৯৯	৩১৫৩	৮,৩৪,৯১,২৫৫
নভেম্বর '১৯	২,৪০,৮৫১	১,৯৮,১৫২	৩১৫,২৫,৬০,৭৭৩	১২৩,১৫,৮৮,০০০	৬৯৬,২৬,২৭,৮৪৪	৩৭৬১	৮,৭৫,৭৫,২৮০
ডিসেম্বর '১৯	২,৪১,৩৯২	১,৯৯,০৪৬	৩১৯,১৬,৭৮,৩৫০	১৩১,৩৪,০১,০০০	৭১৪,৪০,৩৫,০৪৫	৪১৩৯	৯,৩৭,৬৮,৫৯৮
জানুয়ারি '২০	২,৪৩,৭৮৩	২,০০,১৩৮	৩২৩,৩৭,০০,৪১২	১২৪,৯৯,৭৫,০০০	৭২৬,৬৯,০১,৬২৪	৪৩৪৫	১০,১৫,৬৯,০৩৩
ফেব্রুয়ারী '২০	২,৪৬,২৬৮	২,০১,৭০৭	৩২৭,৮২,০৬,৯৬২	১২৭,২৬,৭৭,৫০০	৭৪৪,৩৪,২৫,০০৬	৪৩৮৩	১০,৬৮,৭১,৩৮৩
মার্চ '২০	২,৪৭,৩০৭	২,০০,৬৯৮	৩২৮,৩০,৯৫,৪৫৫	১১২,১৪,৭০,০০০	৭৫০,৮২,২৪,৬৮০	৪২৩৭	১০,৩৮,৭৫,৯৫৯
এপ্রিল '২০	২,৪৭,৩০৭	২,০০,৬৯৮	৩২৮,৩০,৯৫,৪৫৫	-	৭৫০,৮২,২৪,৬৮০	৪২৩৭	১০,৩৮,৭৫,৯৫৯
মে '২০	২,৪৭,২৮৬	২,০০,৪৩৩	৩২৮,৪২,৬৯,৪০২	২,৪৪,০০০	৭৪৯,১৫,৮০,৬৩২	৪২৩৭	১০,৩৮,৭৩,১৩০
জুন '২০	২,৩৬,০৭৫	১,৯১,৮৭৪	৩৩৮,৪২,৪৩,৭৮৮	১৯,৮৭,৩০,০০০	৬৯৯,৬৩,২৮,২৭৮	৪২১৬	১০,৩৪,০২,৩১১

খেলাপি স্থিতি

এক বছরে মোট খেলাপি বৃদ্ধি পেয়েছে ১০৮৩ জনে ২,৮৮,৪৩,৬১৮ টাকা। খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য সংস্থা সারা বছর বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। মোট খেলাপির পরিমাণ ১০,৩৪,০২,৩১১ টাকা। এর বিপরীতে ঋণ সঞ্চিতি করা আছে ১৫,৫৪,৮৩,১৫৯ টাকা। এ বছর ঋণ অবলোপন করা হয়েছে ১৪০ জনের ২৪,১৯,০৯৫ টাকা।

ক্ষুদ্রঝুঁকি ও সদস্য কল্যাণ তহবিলের ব্যবহার

বর্তমান অর্থবছরে ক্ষুদ্রঝুঁকি ও সদস্য কল্যাণ তহবিল খাতে ১% হারে মোট ১৪,৩৩,৪৭,৭২৯ টাকা আদায় হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৭,২৯,৩২,৩৩৫ টাকা। এ তহবিলে ক্রমপুঞ্জীভূত মোট স্থিতির জমার পরিমাণ ২৭,১৬,৪৪,৮২৭ টাকা।

এ অর্থবছরে মোট ১৬৫৫ জন মৃত্যুবরণ করায় দাফন-কাফন এবং সৎকারের জন্য এই তহবিল থেকে মোট ৮২,৭৫,০০০ টাকা ঐসব পরিবারগুলোকে প্রদান করা হয়েছে। সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী সদস্য বা তার স্বামী মারা গেলে তাদের অপরিশোধিত ঋণ মওকুফ করা হয়। তাদের জন্য এ বছর সর্বমোট ৫,৩২,৭৯,১৬১ টাকা মওকুফ করা হয়েছে। ঋণ গ্রহণের পর বন্যা, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, আগুনে পোড়া, শারীরিক অক্ষমতা, মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়া, অঙ্গহানি, দুরারোগ্য ব্যাধি, কুষ্ঠরোগ, দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকা, বিভিন্ন কারণে এলাকা ত্যাগ ইত্যাদি কারণে প্রকল্প নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে মোট ১,১৩,৭৮,১৭৪ টাকা ঋণ মওকুফ করা হয়েছে।

আরও কিছু উদাহরণ

নাটোরের বনপাড়ায় উৎপাদিত পেয়ারা বাজারজাতকরণে সিদীপের উদ্যোগ

নাটোর জেলায় সিদীপের বনপাড়া ব্রাঞ্চের কয়েকজন সদস্য পেয়ারা চাষ করেন। এবার তাদের চার/পাঁচ বিঘা জমিতে পেয়ারার ফলন ভাল হয়। পূর্বে এসব পেয়ারা ট্রাক ভর্তি হয়ে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ভৈরব, সিলেট, বগুড়া, রংপুরসহ বিভিন্ন জেলায় যেত। কিন্তু করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ও আতংকে চাষীরা পেয়ারা বিক্রয় করতে হিমসিম খাচ্ছিলেন। এমন পরিস্থিতে সিদীপ বনপাড়া ব্রাঞ্চের কয়েকজন কর্মী একজন পাইকারি বেপারির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সেই থেকে হযরত, মুজাফফর, শাহাদত, সোহেল, রেজা, রশিদ প্রমুখ পেয়ারা চাষীগণ প্রতিদিন পেয়ারা তুলে বনপাড়ায় বেপারির কাছে পৌছে দেন। তখন থেকে প্রতিদিন বনপাড়া হতে ০৮/১০টি ট্রাক নিয়মিত পেয়ারা নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে যায়। এর ফলে এসব চাষী নগদ টাকা পান। দুর্যোগ মুহূর্তেও সহজে পেয়ারা বিক্রি করতে পারায় সদস্যরা খুবই খুশি হয়েছেন। রিনা, রাজিয়া, আছিয়া, খাদিজা, জাহানারা, হাসিনা প্রমুখ সদস্য জানান সিদীপের এ উদ্যোগে তারা খুবই আনন্দিত।

পাবনার কাশীনাথপুরে পিঁয়াজ বাজারজাতকরণে সিদীপের উদ্যোগ

পাবনা জেলার সাঁথিয়া, আমিনপুর ও সুজানগর উপজেলার দাড়িয়াপুর, বিরাহিমপুর, কাসাবকান্দা সিংহাসন গ্রাম ছাড়াও বেশ কয়েকটি গ্রামে প্রচুর পরিমাণে পিঁয়াজের চাষ হয়। সিদীপের কাশীনাথপুর ব্রাঞ্চ হতে এসব এলাকার সদস্যদেরকে পিঁয়াজ আবাদের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়েছিল। এ বছর পিঁয়াজের ভাল ফলন হয়েছে। দেশে করোনা ভাইরাসজনিত সংকটের কারণে কৃষকগণ সময়মত পিঁয়াজ বাজারজাত করতে পারছিলেন না।

এমতাবস্থায় সিদীপের কাশীনাথপুর ব্রাঞ্চের পক্ষ থেকে খোঁজখবর নিয়ে ট্রাক মালিক-ড্রাইভার ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ করা হয়। এর ফলে এখন স্থানীয় কয়েকজন কৃষক প্রতিদিন ২/৩টি ট্রাকে নগদ টাকায় পিঁয়াজ বিক্রি করতে পারেন।

এ সকল পিঁয়াজ বেপারিগণ ঢাকা, সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, বরিশালসহ বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করে থাকেন। কৃষকগণ সঠিক সময়ে ও ন্যায্য দামে পিঁয়াজ বিক্রি করায় আনন্দিত ও উপকৃত হয়েছেন। কৃষক বজলুর রশিদ, আব্বাস আলী ও ইলিয়াছ আলীর মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

কুমিল্লার নিমসারে ডিম-উৎপাদনকারীদের পাশে

কুমিল্লায় দুর্গাপুর গ্রামের সদস্য তাছলিমা বেগম, স্বামী মাছুম মিয়া। তাদের মুরগির খামার থেকে প্রতিদিন প্রায় ৩০০০ ডিম উৎপাদিত হয়। এছাড়া পার্শ্ববর্তী আমির হোসেন ও ইউনূস মিয়ার খামারে প্রতিদিন মোট ৮ থেকে ৯ হাজার ডিম উৎপাদিত হয়। করোনা-দুর্যোগে পরিবহন সমস্যা দেখা দেয়ায় তাদের ডিম বিক্রির সম্ভাবনা হুমকির মুখে পড়ে। এ অবস্থায় সিদীপের নিমসার ব্রাঞ্চের কর্মীরা চান্দিনা উপজেলার বিভিন্ন পাইকারের ও পরিবহন মালিকের সাথে কথা বলেন। পাইকার ও পরিবহন মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হওয়ায় তখন খামারিরা ৬০০ টাকা শ' হিসেবে ডিম বিক্রি করেন। উৎপাদিত ডিম ন্যায্য দামে বিক্রি করতে পারায় তারা উপকৃত ও আনন্দিত হন।

কুমিল্লার মাধাইয়ায় দুগ্ধ-খামারিদের পাশে

কুমিল্লায় সিদীপের মাধাইয়া ব্রাঞ্চে এক মহিলা সমিতির সদস্য সাবিনা, স্বামী শফিউল্লাহ। তাদের ১৩টি গাভী থেকে প্রতিদিন ১৮০ থেকে ২০০ লিটার দুধ পাওয়া যায়। কিন্তু করোনা-সংকটে পরিবহন সমস্যার জন্য গ্রামেই এ দুধ সস্তায় ২৫ থেকে ৩০ টাকা লিটার দরে বিক্রি করতে হচ্ছিলো। আবার কোন কোন দিন সম্পূর্ণ দুধ বিক্রি না হওয়ায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিলো। ফলে প্রতিদিন তাদের ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি পোহাতে হতো। খাদিজা, মাহফুজা ও খুশি বেগমসহ বিরাট গ্রামের অন্যান্য সমিতি সদস্যেরও একই অবস্থা হয়। সিদীপ-কর্মীরা কুমিল্লা, চান্দিনা, দেবিদ্বার ও দাউদকান্দির বিভিন্ন

এলাকার দুধ ব্যবসায়ী ও ঘোষের সাথে যোগাযোগ করেন। ফলে ন্যায্য দামে দুধ বিক্রির ব্যবস্থা হয়। তখন সাবিনা প্রতি লিটার দুধ ৬০ টাকা দরে বিক্রি করতে পারেন। এ গ্রাম থেকে প্রতিদিন গড়ে ৩৮০/৪৩০ লিটার দুধ ঘোষের কাছে বিক্রি হতে থাকে। একই উদ্যোগের ফলে আশেপাশের আরও ৩/৪টি গ্রামের ১৬ জন খামারি প্রতিদিন প্রায় ৪০০০ লিটার দুধ ন্যায্য দামে বিক্রি করতে পারেন। এতে করে খামারিরা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছেন।

সুপারভিশন ও মনিটরিং

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ফিল্ড থেকে প্রধান কার্যালয় পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে যথাযথ কার্যকর সুপারভিশন ও মনিটরিং করা হয়। এর জন্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন উপায় ব্যবহার করা হয় এবং প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক কর্তৃপক্ষ দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন। নিম্নলিখিত ধাপে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়:

সমিতি পর্যায়: সমিতি গঠনের জন্য এলাকা নির্বাচন, সদস্য যাচাই ও নির্বাচন, সদস্য ভর্তি, সঞ্চয় আদায় ও ফেরত, ঋণী যাচাই ও নির্বাচন, ঋণ আবেদনপত্র তৈরি, রেজুলেশন রেজিস্টারের ব্যবহার, ঋণের ব্যবহার ফলোআপ, ঋণ আদায়, সদস্যদের পারিবারিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অবস্থা জানা ইত্যাদির জন্য মাঠ কর্মীগণ প্রতিনিয়ত সুপারভিশন ও মনিটরিং করে থাকেন। ফলে কর্মী ও সংস্থার সাথে সদস্যদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়। মাঠকর্মীগণ ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের নিকট দায়বদ্ধ।

ব্রাঞ্চ পর্যায়: ব্রাঞ্চে কর্মরত সকল কর্মীর দৈনন্দিন সকল কাজের সুপারভিশন ও মনিটরিং করেন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। তিনি ব্রাঞ্চ ও সংস্থার উন্নয়নে মানব সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করেন, প্রতিদিন নিয়মিত সমিতি পরিদর্শন করে সমিতির কাজ, সদস্যদের লেনদেন ও কর্মীর কাজ সুপারভিশন ও মনিটরিং করেন। কোন অসঙ্গতি পেলে সাথে সাথে এরিয়া ম্যানেজারের সাথে পরামর্শ করেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ব্রাঞ্চ ম্যানেজারগণ এরিয়া ম্যানেজারের নিকট দায়বদ্ধ।

এরিয়া পর্যায়: সংস্থার ৫টি ব্রাঞ্চ নিয়ে একটি এরিয়া গঠিত এবং একটি এরিয়ার দায়িত্বে থাকেন একজন এরিয়া ম্যানেজার। তিনি তার অধীনের ব্রাঞ্চগুলো সুপারভিশন ও মনিটরিংয়ের জন্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত একটি চেকলিস্ট অনুসরণ করেন। তিনি নিয়মিত সমিতি ও ব্রাঞ্চ অফিস পরিদর্শন করেন। মাঠ পর্যায়ের লেনদেনের স্বচ্ছতা ও সংস্থার প্রতি সদস্যদের বিশ্বস্ততা বৃদ্ধির জন্য এরিয়া ম্যানেজারের নেতৃত্বে সকল ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদের নিয়ে প্রতি মাসে যে কোন একটি শুক্রবার একটি ব্রাঞ্চের সকল পাশবই অফিসে এনে কালেকশন শিট ও অটোমেশনের সাথে ১০০% মিলকরণ করা হয়। এরিয়া ম্যানেজার কর্তৃক প্রাপ্ত ভুল-ত্রুটি, অনিয়ম ও সমস্যাগুলো নিয়ে ব্রাঞ্চে স্টাফ মিটিংয়ে পরামর্শ প্রদানসহ অন-লাইন মনিটরিং রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়। মনিটরিং-এ উদঘাটিত ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা হচ্ছে কিনা এরিয়া ম্যানেজার তা নিয়মিত ফলোআপ করেন। এরিয়া ম্যানেজারগণ ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজারের নিকট দায়বদ্ধ থাকেন।

জোন পর্যায়: এরিয়া ম্যানেজারদের সার্বিক কাজের সহযোগিতার জন্য ৩/৪টি এরিয়ার দায়িত্বে একজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার থাকেন। তিনি তার অধীনে ১৫-২৫টি ব্রাঞ্চ নিয়মিত পরিদর্শন করেন এবং ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও এরিয়া ম্যানেজারের দৈনন্দিন কাজ তদারকি করেন। সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী সকল কাজ বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা এবং সংস্থার সকল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করেন। ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার কর্তৃক প্রাপ্ত ভুল-ত্রুটি, অনিয়ম ও সমস্যাগুলো নিয়ে ব্রাঞ্চে স্টাফ মিটিং, বিএম মিটিং ও এরিয়া ম্যানেজারদের মিটিংয়ে পরামর্শ প্রদানসহ অন-লাইন মনিটরিং রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়। মনিটরিংয়ে উদঘাটিত ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা হচ্ছে কিনা ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার তা নিয়মিত ফলোআপ করেন। তিনি তার কাজের জন্য প্রধান কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালকের নিকট দায়বদ্ধ থাকেন।

প্রধান কার্যালয় পর্যায়: প্রধান কার্যালয়ে ঋণ কর্মসূচি বিভাগ রয়েছে। এ বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন একজন অতিরিক্ত পরিচালক (প্রোগ্রাম)। এ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে এরিয়া ও জোনের সকল কার্যক্রম সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা তিনি অফ-সাইট ও অন-সাইট মনিটরিং-এর মাধ্যমে ফলোআপ করেন। যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অনিয়ম পেলে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বিভাগ প্রধানকে মাঠ পর্যায় থেকে শুরু করে অফিস পর্যায়ে সার্বিক সহযোগিতা করেন একজন ডিজিএম, একজন এজিএম এবং তিনজন ম্যানেজার (ক্রেডিট প্রোগ্রাম)। তারা বিভাগ প্রধানের নিকট দায়বদ্ধ থাকেন। বিভাগ প্রধান তার কাজের জন্য সংস্থার নির্বাহী পরিচালকের নিকট দায়বদ্ধ।

শিক্ষা কার্যক্রম

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক)

২০২০ সালের ১ এপ্রিল সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক) অত্যন্ত সফলভাবে ১৫ বছর পেরিয়ে ১৬ বছরে পা রেখেছে। প্রাথমিক পর্যায় থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলেও শিশুদের শিক্ষার সার্বিক মান বৃদ্ধিতে বেশকিছু সময়োপযোগী ও কার্যকর অনুষঙ্গ এতে যোগ হয়েছে। এ কর্মসূচিতে একে একে যোগ হয়েছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা চর্চা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রবীণ সংবর্ধনা, প্রকৃতি পাঠ এবং মা-বাবাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন। পিকেএসএফের শরিক সংস্থাসমূহ এবং 'আশা' শিসকের অনুরূপ কর্মসূচি অনুসরণ করায় প্রায় পুরো দেশেই এখন এ ধরনের কর্মসূচি শিশুদের সার্বিক বিকাশে অবদান রাখছে। এ ছাড়া বিডিএস নামে বরিশালের একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সিদীপের প্রকৃতি পাঠ অনুসরণ করছে। প্রযুক্তিগতভাবে সিদীপ এ কর্মসূচিকে অনলাইন মনিটরিং-এর আওতায় এনেছে।

প্রতিবারের মতো এবারও ২০১৯এর ২১-২৬ ডিসেম্বর প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে সাংস্কৃতিক সপ্তাহ আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীদের নাচ-গান, কবিতা আবৃত্তি, ছড়া বলা, বিভিন্ন খেলাধুলা ছাড়াও অনুষ্ঠানে এলাকার একজন বয়স্ক নারী ও একজন বয়স্ক পুরুষকে সম্মাননা জানানো হয়। এ বছর থেকে উক্ত অনুষ্ঠানে সংযোজন করা হয় মা-বাবাকে সম্মান প্রদর্শন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তাদের মা-বাবার হাত ধরে অনুষ্ঠানস্থলে একটি মানবশেকল তৈরি করে সকলে উচ্চস্বরে বলে- 'মা-বাবার দোয়া নেবো, অনেক বড় মানুষ হবো'। এছাড়া প্রবীণ সম্বর্ধনা উপলক্ষে প্রত্যেক অনুষ্ঠানস্থলে

পোস্টার লাগানো হয়েছিলো যার স্লোগান ছিলো: 'নবীনের সমৃদ্ধি প্রবীণের দানে, রাখবো তাদের সুখে ও সম্মানে।'

এ কর্মসূচিকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রতিবছরের মতো এ বছরও শিক্ষা সুপারভাইজারদের প্রধান কার্যালয়ে দুদিনব্যাপী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ১২৮টি শাখার ১২৯ জন সুপারভাইজারকে ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত ৬টি ভাগে ভাগ করে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এবারের প্রশিক্ষণে বর্ণমালার সঠিক উচ্চারণের ওপর জোর দেয়া হয়।

২০১৯-২০ বর্ষে শিসকের অনলাইন মনিটরিং-এর ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়, যার কারণে এ বছর এ ক্ষেত্রে প্রায় শতভাগ সফলতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। সরকারি নির্দেশে করোনা প্রতিরোধে ১৭ মার্চ থেকে শিক্ষকেন্দ্রগুলো বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত অনলাইনে পাঠানো রিপোর্ট অনুযায়ী ১২৮টি শাখার মোট ২,৫৭০টি শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থী ছিল ৫৪,১২১ জন। এদের ভেতর বালিকা ২৮,০৮২ জন এবং বালক ২৬,০৩৯ জন। অর্থাৎ মোট শিক্ষার্থীর ৫২% বালিকা এবং ৪৮% বালক। শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার ৮৪%।

এ ছাড়া শিক্ষিকা ও শিক্ষা সুপারভাইজারদের নিয়ে ২০১৮ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে শিক্ষিকা সমিতি গঠন করা হয়েছিলো। প্রত্যেক শিক্ষিকা ও শিক্ষা সুপারভাইজার এই সমিতির মাধ্যমে সঞ্চয় করছেন এবং তাদের অনেকেই নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে সফল উদ্যোক্তা হয়ে উঠছেন।

শিশু-সাহিত্যের পত্রিকা 'ঝুনঝুনি' বিতরণ ও পাঠ

ছোট ছোট ছেলেমেয়ের সুস্থ মানসিকতা ও সৃষ্টিশীলতা বিকাশের জন্য অক্টোবর মাসে আকর্ষণীয় শিশু-সাহিত্য পত্রিকা 'ঝুনঝুনি' কিনে প্রত্যেক ব্রাঞ্চে ১ কপি করে পাঠানো হয়েছে। যা শিক্ষা সুপারভাইজারদের কাছ থেকে শিক্ষিকাগণ পেয়েছেন। তারা ভাগাভাগি করে তা পড়েছেন ও শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীদেরকে কোনো কোনো অংশ পড়ে শুনিয়েছেন। অনেকে রিফ্রেশারেও 'ঝুনঝুনি' থেকে আকর্ষণীয় অংশ পাঠ করেছেন ও তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'ঝুনঝুনি' পড়ে শিক্ষিকাগণ শিশুদেরকে ছড়া লিখতে ও ছবি আঁকতে উৎসাহিত করে থাকেন।

শিক্ষা সুপারভাইজারদের মাঝে বই নিয়ে রচনা-প্রতিযোগিতা

সিদীপ ও প্রকৃতির যৌথ প্রকাশনা 'আমাদের শিক্ষা : বিচিত্র ভাবনা' বইটির ওপর শিক্ষা সুপারভাইজারদের জন্য একটি রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। সকল শিক্ষা সুপারভাইজার এতে অংশগ্রহণ করেন। "আমাদের শিক্ষা: বিচিত্র ভাবনা - বইটি পড়ে কী শিখেছি ও আমার মনের ভাবনা" শীর্ষক রচনা-প্রতিযোগিতায় প্রাপ্ত রচনাসমূহ মূল্যায়ন করে ১৫ জন শিক্ষা সুপারভাইজারকে সেরা লেখক হিসেবে নির্বাচন করা হয়। বিজয়ীদেরকে প্রধান কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ চলাকালে সনদপত্র ও পুরস্কার হিসেবে বই প্রদান করা হয়।

এছাড়া সংস্থার দেয়ালপঞ্জিকায় ব্যবহৃত দুটি আলোকচিত্রের জন্য সিএন্ডবি বাজার ব্রাঞ্চের শিক্ষা সুপারভাইজার সারমিন আক্তারকে অভিনন্দন জানানো হয়।

কর্মশালায় শিক্ষা সুপারভাইজারদের জন্য শিক্ষা বিষয়ক আরেকটি বইয়ের ওপর 'আমাদের শিক্ষা : আমার চোখে - বই ও শিক্ষা সম্পর্কে আমার চিন্তা' শীর্ষক আরেকটি রচনা-প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে।

শিক্ষা সুপারভাইজার মাহফুজার অনলাইন লেডিস কালেকশন

হরিশপুর শাখার শিক্ষা সুপারভাইজার মাহফুজা খাতুন অনলাইনে মেয়েদের পোশাক বিক্রি করছেন। ইচ্ছে আছে ভবিষ্যতে অনলাইনে সব ধরনের পোশাক এবং অন্যান্য পণ্যও বিক্রি করবেন। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর থেকে তিনি এ ব্যবসা করে আসছেন। শুরু করেছিলেন ৩০ হাজার টাকার পুঁজি নিয়ে। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি– অর্থাৎ মাত্র দু মাসেই তার পুঁজি বেড়ে ১ লাখ টাকায় দাঁড়িয়েছে। তিনি নিজে ঢাকা

ও পাবনায় গিয়ে হাল ফ্যাশনের বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাক সংগ্রহ করে অনলাইনে সেগুলোর লাইভ বিজ্ঞাপন দেন এবং তা দেখে ক্রেতারা তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। নাটোরের ভেতরে তিনি হোম ডেলিভারি করেন এবং ক্রেতা নাটোরের বাইরের হলে কুরিয়ারে ডেলিভারি করেন।

কাপড়ের ব্যবসায় আলোর মুখ দেখছেন শিক্ষিকা শাহিনুর

স্বামী মারা যাওয়ার পর চারপাশে ঘোর অন্ধকার দেখছিলেন শাহিনুর বেগম। এক মেয়ে আর এক ছেলে নিয়ে অনেক গঞ্জনা সইতে হচ্ছিল শ্বশুরবাড়িতে। শিশুদের পাঠদানে দক্ষ ছিলেন বলে চন্দ্রগঞ্জ শাখার শিক্ষা সুপারভাইজারের সঙ্গে যোগাযোগ করে নুরুল্লাপুর গ্রামে একটি শিক্ষাকেন্দ্র খোলেন তিনি। এতে মাসশেষে হাতে কিছু টাকা আসছিল ঠিকই, কিন্তু ছেলে-মেয়ে নিয়ে আলাদা সংসার চালানোর জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। এ সময় সিদীপ শিক্ষিকা সমিতি গঠিত হলে তার সামনে সম্ভাবনার একটি দুয়ার খুলে যায়। সমিতি থেকে ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে বাড়িতেই কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। শিশুদের পোশাক, থ্রি-পিস ও কাটা কাপড় বিক্রি করে বেশ ভালো আয় করতে থাকেন। এবার তিনি শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আলাদা সংসার করতে সক্ষম হন। এখন তার একমাত্র লক্ষ্য ছেলেমেয়েকে মানুষ করা। সেজন্য ব্যবসাটাকে আরো বড় করতে চান শাহিনুর।

সিদীপ মডার্ন স্কুল

শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে সংস্থার উদ্যোগে সিদীপ মডার্ন স্কুল নামে ফরমাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ স্কুলের ক্যাম্পাসগুলোতে প্লে হতে ৫ম শেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দান করা হয়। এখানকার বৈশিষ্ট্য সৃজনশীল উপায়ে শিক্ষাদান। বর্তমানে ১৭টি ব্রাঞ্চের অধীনে মোট ১৮টি ক্যাম্পাস চলমান রয়েছে। এগুলো হলো: নবীগঞ্জ, সিদ্ধিরগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, গাজিপুর, বোর্ডবাজার, পোড়াবাড়ি, মাওনা, নয়ারহাট, তিতাস, বারেরা, চাঁপাপুর, লাকসাম, খিলাবাজার, কানকিরহাট, লক্ষিপুর, রায়পুর ও সোনাপুর।

মোট ক্যাম্পাস	চলমান ক্যাম্পাস	বন্ধ হয়েছে	শ্রেণি	মোট শিক্ষক শিক্ষিকা	মোট ছাত্র	মোট ছাত্রী	সর্বমোট শিক্ষার্থী	মোট কর্মচারী	মোট ব্রাঞ্চ	কার্যক্রম
২২টি	১৮	৪টি	প্লে হতে পঞ্চম	১০৩	৭১১	৭৭৩	১৪৮৪	১৮	১৭	২০১৩-২০২০

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

সিদীপ ২০১৩ সাল থেকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি দেশের হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠি যারা অর্থের অভাবে ডাক্তার দেখাতে পারেন না কিংবা হাসপাতালে যেতে পারেন না তাদের জন্য অত্যন্ত সহজ শর্তে বাৎসরিক নামমাত্র সেবামূল্য পরিশোধ করে বছরব্যাপি সপরিবারে চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির ব্যবস্থা চলমান রেখেছে। আগাম রোগ নির্ণয়, রোগ প্রতিরোধ ও রোগ নিয়ন্ত্রণ সিদীপ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। বলার অপেক্ষা রাখে না, বিগত অর্থবছরের শেষভাগে বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় নেয়া দেশব্যাপি লকডাউন সিদীপের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ফিল্ড স্ট্যাটিক ক্লিনিকে ২,১২,৮৪৯ জন, ব্রাঞ্চ স্ট্যাটিক ক্লিনিকে ১,১৭,১৭১ জন, স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ৮,৮০৫ জন এবং মোবাইল চক্ষুক্যাম্পে ৩,৪৭১ জন রোগী সেবা গ্রহণ করেছেন। স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্ত মোট ৩,৪২,২৯৬ জন রোগীর মধ্যে ২,৮৬,৫২৭ জন মহিলা এবং ৫৫,৭৬৯ জন পুরুষ রয়েছেন। আর শিশু ১৫,৮৬২ জন। আগত রোগীর মধ্যে ২,৬৭,১২২ জন সংস্থার সদস্য, ৭২,১১১ জন সদস্যের পরিবারের এবং ৩,০৬৩ জন নন-মেম্বার রয়েছেন। সংস্থার ১০০টি শাখায় পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবা কর্মকাণ্ডে ৯৮ জন উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (স্যাকমো) এবং ২১৩ জন হেলথ ভলান্টিয়ার নিয়োজিত রয়েছেন।

সিদীপ স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিতে মোবাইল আই ক্যাম্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্রাঞ্চে মোট ৩,৯৪৭ জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয় এবং ১,২৫৪ জনকে চশমা প্রদান করা হয়। একই অর্থবছরে সিদীপের সোনারগাঁ শাখায় আগত ১০১ জন চর্মরোগীকে টেলিডার্মা কর্মসূচির মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

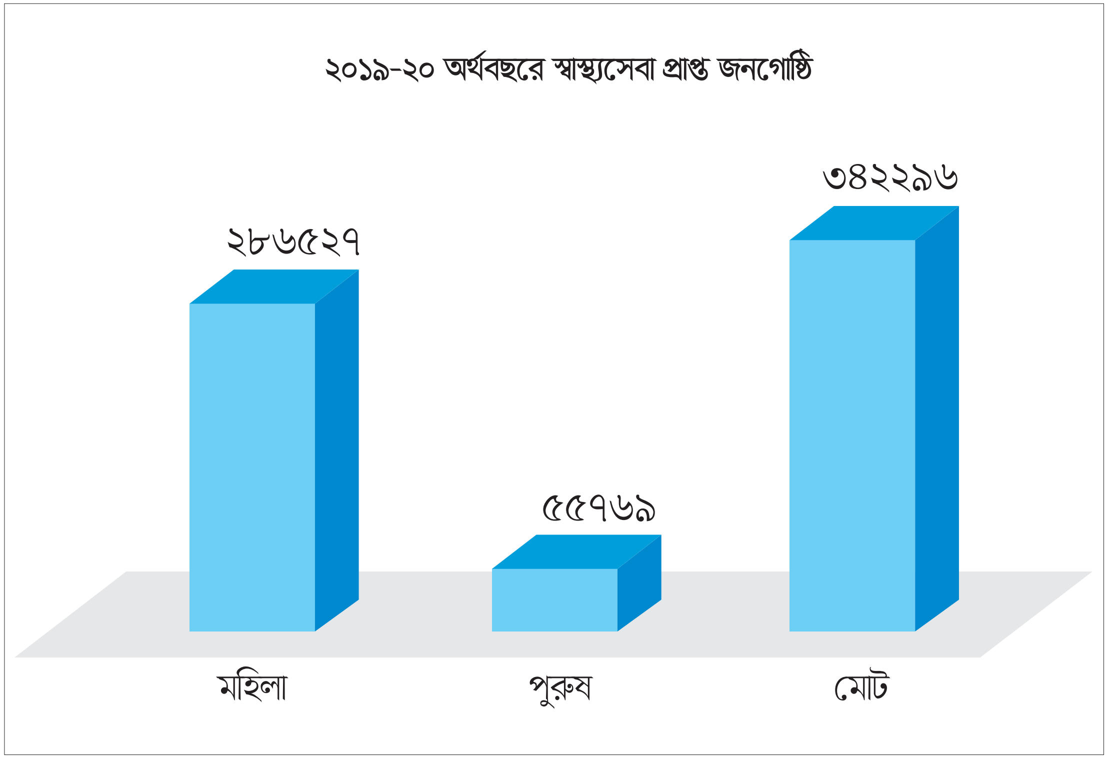

সিদীপের বিটঘর ব্রাঞ্চে স্যাকমো কর্তৃক ডায়াবেটিস পরীক্ষা

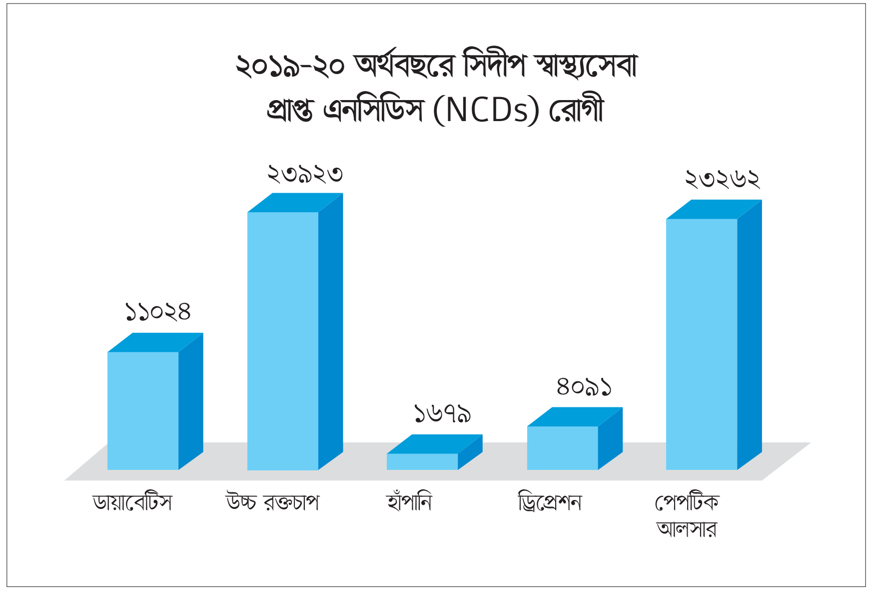

বড় কুমিরায় ব্রাঞ্চ স্ট্যাটিক ক্লিনিকে স্যাকমো কর্তৃক রোগীকে প্রদত্ত চিকিৎসাসেবা

স্বাস্থ্যসেবার আওতায় টেলিডার্মাটোলজি প্রোগ্রামে রোগী দেখছেন অধ্যাপক ডা. নারগিস আখতার

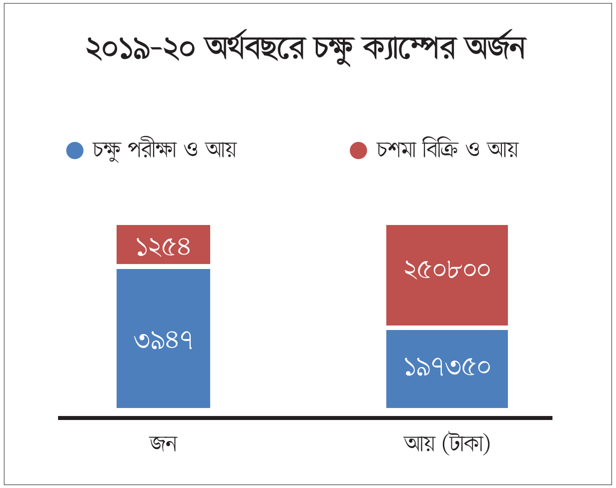

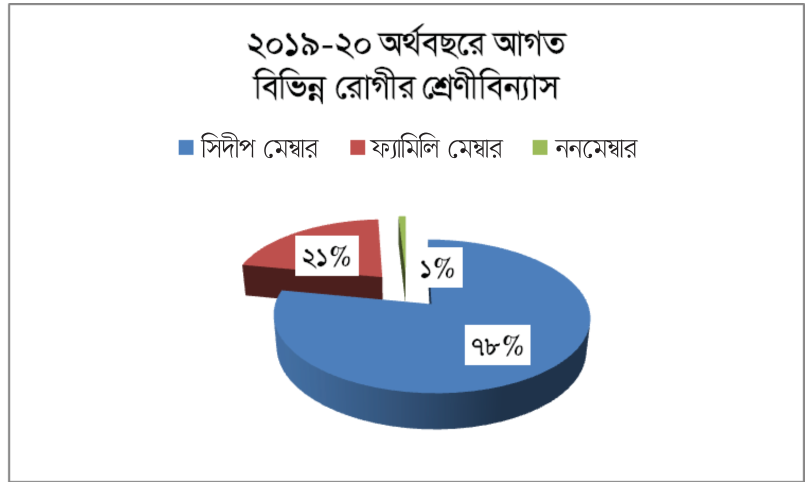

বছর	চক্ষু পরীক্ষা (জন)	চক্ষু পরীক্ষা করে আয় (টাকা)	চশমা বিক্রি (জন)	চশমা বিক্রি করে আয় (টাকা)	সর্বমোট আয় (টাকা)
২০১৮	৮০১	৪০০৫০	২৬৪	৫২৮০০	৯২৮৫০
২০১৯	৬৬৪২	৩৩২১০০	১৯৩৭	৩৮৭৪০০	৭১৯৫০০
২০২০	১২৪৮	৬২৪০০	৩৭৪	৭৪৮০০	১৩৭২০০
৩	৮৬৯১	৪৩৪৫৫০	২৫৭৫	৫১৫০০০	৯৪৯৫৫০

সিদীপ স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত আয়োজিত চক্ষুক্যাম্পের অর্জন

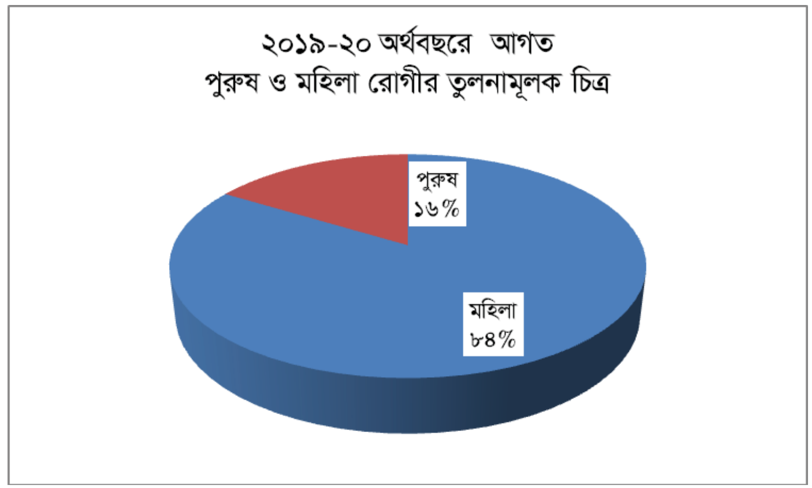

২০১৯-২০ অর্থবছরে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা										
সেবা প্রদানকারী	স্বাস্থ্যকার্ডের মাধ্যমে সেবা প্রদান	ডায়াবেটিস টেস্ট	প্রেগন্যান্সি টেস্ট	রে-থেরাপি	নেবুলাইজেশন	ড্রেসিং	ননমেম্বার কনসাল্টেশন	চক্ষু পরীক্ষা	চশমা প্রদান	হেলথকার্ড রিকভারি
স্যাকমো	১৪১০৮৪	২০৭৯১	৫৩	১১০	১১৪	৩২	২৪১৪	৩৯৭৭	১২১২	১০১
হেলথ ভলান্টিয়ার	০	৬৮৭৪৮	৫৩৯৬	৮৩১	০	০	০	০	০	০
২	১৪১০৮৪	৮৯৫৩৯	৫৪৪৯	৯৪১	১১৪	৩২	২৪১৪	৩৯৭৭	১২১২	১০১

২০১৯-২০ অর্থবছরে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি থেকে অর্জিত আয়											
সেবা প্রদানকারী	স্বাস্থ্যসেবা ফি আদায়	ডায়াবেটিস টেস্ট ফি আদায়	প্রেগন্যান্সি টেস্ট ফি আদায়	রে-থেরাপি ফি আদায়	নেবুলাইজেশন ফি আদায়	ড্রেসিং ফি আদায়	ননমেম্বার কনসাল্টেশন ফি আদায়	চক্ষু পরীক্ষা ফি আদায়	চশমা প্রদান ফি আদায়	হেলথকার্ড রিকভারি ফি আদায়	মোট আয়
স্যাকমো	২৮২,১৬,৮০০	৬,২৩,৭৩০	১,০৬০	৩,৩০০	৩,৪২০	৯৬০	৭২,৪২০	১,৯৮,৮৫০	২,৪২,৪০০	১০১০	২,৯৩,৬৩,৯৫০
হেলথ ভলান্টিয়ার	০	২০,৬২,৪৪০	১,০৭,৯২০	২৪,৯৩০	০	০	০	০	০	০	২১,৯৫,২৯০
২	২৮২,১৬,৮০০	২৬,৮৬,১৭০	১০৮,৯৮০	২৮,২৩০	৩,৪২০	৯৬০	৭২,৪২০	১,৯৮,৮৫০	২,৪২,৪০০	১,০১০	৩,১৫,৫৯,২৪০

অরবিস ইন্টারন্যাশনালের সাথে ২০১৯-এর আগস্টে সিদীপের শ্রীকাইল শাখায় ভিশন সেন্টার স্থাপনা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে করমর্দনরত সিদীপের নির্বাহী পরিচালকের সাথে অরবিস ইন্টারন্যাশনালের কান্ট্রি ডিরেক্টর।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের (পিকেএসএফ) সহায়তায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলায় সংস্থার চারগাছ ব্রাঞ্চের মুলগ্রাম ইউনিয়নে ও একই জেলার নবীনগর উপজেলায় সংস্থার রতনপুর ব্রাঞ্চের আওতাধীন রতনপুর ইউনিয়নে "দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)" কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রত্যন্ত এলাকার দরিদ্র পরিবারগুলোর টেকসই উন্নয়ন ও সামগ্রিক দারিদ্র্য দূরীকরণ নিশ্চিত করা। শুরু থেকেই দুটি ইউনিয়নে শিক্ষা সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মানুষকে উন্নয়নের কেন্দ্রে রেখে যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তা নিম্নরূপ :

শিক্ষা কার্যক্রম

নিরক্ষর ও দরিদ্র পরিবারের শিশু সন্তান যারা শিশু শ্রেণি থেকে ২য় শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করে তাদের শিক্ষায় সহায়তার উদ্দেশ্যে সমৃদ্ধি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হয়। শিক্ষা কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো: স্কুল ভীতি দূর করা, প্রতিদিন স্কুল থেকে দেয়া বাড়ির পড়া তৈরি করে দেয়া, ঝরে পড়া বন্ধ করা এবং সর্বোপরি শিক্ষার মান বৃদ্ধি। এ অর্থবছরে মুলগ্রাম ইউনিয়নের ১৭টি গ্রামে মোট ৩০টি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে মোট ৭০৩ জন এবং রতনপুর ইউনিয়নে ১৪টি গ্রামে সমান সংখ্যক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৭৬৫ জন দরিদ্র পরিবারের শিশু শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। এর ফলে তারা স্কুলের প্রতিদিনকার পড়া তৈরি করতে পারছে। প্রতি ইউনিয়নে ২ জন করে শিক্ষা সুপারভাইজার ও ১ জন করে সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা এ কার্যক্রম নিয়মিত পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করেন। শিক্ষাকেন্দ্রগুলোয় মাসিক গড় উপস্থিতি প্রায় ৯২% ও ৯৪%।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম

দু'টি ইউনিয়নে খানা/পরিবারের সার্বিক তথ্য সংগ্রহ করা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক সতেচনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ নিয়মিত খানা/পরিবার পরিদর্শন করেন এবং উঠান বৈঠক করেন। এর মূল দিক: শিশুমৃত্যু, মাতৃমৃত্যু, শিশুর অপুষ্টি, গর্ভকালীন ও মাতৃত্বকালীন সেবা, বাল্য বিবাহের কুফল, যৌতুক, বহুবিবাহ, স্যানিটেশন, নিরাপদ পানি পান, ডায়াবেটিস পরীক্ষা, গর্ভবতী পরীক্ষা, টিকা গ্রহণ, শিশুশিক্ষাসহ বিবিধ বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা। মূলগ্রাম ইউনিয়নে মোট ৯,০৫০টি এবং রতনপুর ইউনিয়নে মোট ৬,৮১১টি খানা/পরিবারের বসবাস। মুলগ্রাম ইউনিয়নে ১৮ জন এবং রতনপুর ইউনিয়নে ১৪ জন মহিলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক প্রতিদিন ২০-২৫টি পরিবার পরিদর্শন করেন।

একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা গ্রাম পর্যায়ে সুবিধাজনক স্থানে স্যাটেলাইট ক্লিনিক (স্বাস্থ্য ক্যাম্প) পরিচালনার মাধ্যমে গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় রোগীদের সেবা প্রদান করা হয়। মুলগ্রাম ইউনিয়নে মোট ৬০টি এবং রতনপুর ইউনিয়নে মোট ৬০টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক (স্বাস্থ্য ক্যাম্প) পরিচালনা করা হয়।

প্রতিটি ইউনিয়নে দুইজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ২টি করে সাধারণ স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে মুলগ্রাম ইউনিয়নে মোট ৬৭০ জন এবং রতনপুর ইউনিয়নে মোট ৪৯৮ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রতি ইউনিয়নে ২ জন করে সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তার (উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার) মাধ্যমে প্রতিদিন অফিসে অবস্থান করে এবং মাঠ পর্যায়ে গিয়ে রোগীদের সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ অর্থবছরে মুলগ্রাম ইউনিয়নে মোট ৩,১০৩ জন এবং রতনপুর ইউনিয়নে মোট ২০০ জন রোগীকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

সাধারণ চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে চক্ষুক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে মুলগ্রাম ইউনিয়নে ২০৮ জন এবং রতনপুর ইউনিয়নে ২০০ জন রোগীকে বিনামূল্যে চোখের চিকিৎসা ও ওষুধ প্রদান করা হয়। উক্ত চক্ষুক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে মুলগ্রাম ইউনিয়নে ৩১ জন ও রতনপুর ইউনিয়নে ২০ জনের ছানি অপারেশন তালিকা প্রেরণ করা হয়।

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় মুলগ্রাম ইউনিয়নে ৪,২০২ জন এবং রতনপুর ইউনিয়নে ৩,৮৯৮ জন রোগীর ডায়াবেটিস টেস্ট করা হয় এবং তাদেরকে সুস্থভাবে জীবনযাপনের জন্য বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা হয়।

হতদরিদ্র পরিবার যাদের ল্যাট্রিন নাই বা ক্রয় করে বসানোর সামর্থ্য নেই এমন পরিবারকে বিনামূল্যে স্যানিটারি ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

যুবসমাজকে সঠিকপথে পরিচালনার জন্য সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি ইউনিয়নে যুবসমাজের জন্য "আত্ম-উপলব্ধি, নেতৃত্ব বিকাশ ও করণীয় নির্ধারণ" শীর্ষক ১ দিনব্যাপি ৩৬টি যুব সমন্বয় সভা, ৪৫টি ওয়ার্ড সমন্বয় সভা ও ১টি সমৃদ্ধি ইউনিয়ন সমন্বয় সভা আয়োজন করা হয়।

প্রতিটি ইউনিয়নে নির্মিত কেন্দ্রঘরের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড, যেমন- মিটিং, শিক্ষাকেন্দ্র বা মক্তব পরিচালনা, টিকা প্রদান, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির সভা, স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও যে কোন ধরনের প্রশিক্ষণসহ বিবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

যে সমস্ত পরিবারে প্রতিবন্ধী ও নারী-প্রধান সদস্য আছে এমন পরিবারের সদস্যকে বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে৷ এ অর্থবছরে মূলগ্রাম ইউনিয়নে মোট ৫ জন সদস্যের ৩০,০০০ টাকা এবং রতনপুর ইউনিয়নে সমান সংখ্যক সদস্যের ৫৩,০০০ টাকা সঞ্চয় জমা করা হয়েছে৷

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

গত ১ জুলাই ২০১৮ থেকে দুটি ইউনিয়নেই সমৃদ্ধির অধীন 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন' কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে৷ প্রবীণদের মর্যাদাপূর্ণ, দারিদ্র্যমুক্ত, কর্মময়, সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ সামাজিক জীবন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩-এর সাথে সঙ্গতি রেখে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে৷

প্রবীণ কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রঘর রয়েছে যা প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত খোলা রাখা হয়৷ এখানে প্রবীণরা উপস্থিত হয়ে পত্রিকা পড়েন, টিভি দেখেন, দাবা-ক্যারাম বোর্ড ইত্যাদি খেলেন৷ এছাড়াও এখানে গল্প করাসহ বিভিন্ন বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়৷

প্রবীণদের নিয়ে গ্রাম কমিটি, ওয়ার্ড কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে৷ প্রতি মাসে এ কমিটির মিটিং হয়৷ চলতি অর্থবছরে মুলগ্রাম ইউনিয়নে ৮১টি গ্রাম ও

ওয়ার্ড মিটিং এবং ৮টি ইউনিয়ন মিটিং অনুষ্ঠিত হয়৷ পাশাপাশি রতনপুর ইউনিয়নে ৭২টি গ্রাম ও ওয়ার্ড মিটিং এবং ৮টি ইউনিয়ন মিটিং অনুষ্ঠিত হয়৷

প্রতি ইউনিয়নে ১০০ জন অস্বচ্ছল প্রবীণকে প্রতিমাসে ৫০০ টাকা করে পরিপোষক ভাতা প্রদান হয়৷ শারীরিকভাবে নাজুক ও সুবিধা বঞ্চিত প্রবীণদের বিশেষ সহায়তা বাবদ প্রতিটি ইউনিয়নে ৮০ জনকে ৮০টি কম্বল, ৩০ জনকে ৩০টি ফোল্ডিং ওয়াকিং স্টিক ও ২ জনকে ২টি হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়৷ মৃত প্রবীণদের দাফন-কাফন/সৎকার বাবদ মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১৪ জনকে ২৮,০০০ টাকা এবং রতনপুর ইউনিয়নে ২২ জনকে ৪৪,০০০ টাকা প্রদান করা হয়৷

প্রবীণদের প্রতি পরিবারের সদস্যদের সম্মানবোধ উৎসাহিত করার জন্য শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে৷ প্রতিটি ইউনিয়নে ৩ জন সফল প্রবীণ ও ৩ জন সফল সন্তানকে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মাননা মেডেল ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়৷

প্রবীণ স্বাস্থ্যসেবার আওতায় এ অর্থবছরে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা প্রতিটি ইউনিয়নে ৫টি ওয়ার্ডে ৫টি সাধারণ স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়৷ মুলগ্রাম ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ক্যাম্পে মোট ১৭৭ জন রোগীকে এবং রতনপুর ইউনিয়নে মোট ১২৯ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়৷

এছাড়া দুটি ইউনিয়নেই গত ১ অক্টোম্বর ২০১৯ ইউনিয়নের সকল প্রবীণদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্ব প্রবীণ দিবস উদযাপন করা হয়৷

গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ এবং টিউবওয়েলের পানি নিষ্কাশনের ট্যাংক নির্মাণ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার রতনপুর ইউনিয়নের শাহপুর, রতনপুর, চতরংখলা, বলদীবাড়ি. বাউচাইল, যশাতুয়া, খাগাতুয়া, মাঝিয়ারা, প্যায়ারাকান্দি, ভিটিবিশাড়া, দামলা, গোলপুকুরিয়া, বাজেবিশারা, দুবাচাইল মোট ১৪টি গ্রামে সিদীপ গৃহহীন পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিকভাবে ৫০টি গৃহহীন পরিবারের মাঝে গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হয়। এ বছর ৭ ফেব্রুয়ারি গৃহ নির্মাণ কাজ শুরু করা হয় এবং ২৯ মার্চ ৫০টি ঘরের নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়। কভিড-১৯ এর কারণে কোন আনুষ্ঠানিকতা না করে এপ্রিল ২০২০এ গৃহহীনদের কাছে গৃহ হস্তান্তর করা হয়। গৃহহীন পরিবার তাদের মাথাগোঁজার জন্য গৃহ পেয়ে খুবই খুশি।

এছাড়া রতনপুর ব্রাঞ্চে কর্মএলাকায় টিউবওয়েলের পানি নিষ্কাশনের জন্য ২০টি টিউবওয়েলে ট্যাংক নির্মাণ করার লক্ষ্যে প্রতিটি টিউবওয়েলে জন্য ৫টি স্লাব, ১টি ঢাকনা ও পাইপ প্রদান করা হয়। স্থানীয় প্রশাসন ও সংস্থার কর্মীদের সমন্বয়ে ব্রাঞ্চে জরিপ করে রতনপুর ইউনিয়নে ভিটিবিশাড়া, গোলপুকুরিয়া, শাহপুর, চতরংখলা ইত্যাদি ৪টি গ্রামের ২০টি টিউবওয়েল নির্বাচন করে টিউবওয়েলের স্থান পাকা এবং পানি নিষ্কাষণের জন্য ট্যাংক নির্মাণ করে দেয়া হয়। বর্তমানে ২০টি টিউবওয়েল আবর্জনা মুক্ত। উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সিদীপ ইউনিয়নবাসীর প্রশংসা পেয়েছে।

গবেষণা ও প্রকাশনা

গবেষণা

Financial Inclusion Enabling Piggyback Primary Health Care And Education Support Services

জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া ও আলমগীর খানের যৌথভাবে লিখিত গবেষণা-প্রবন্ধ Financial Inclusion Enabling Piggyback Primary Health Care And Education Support Services ৩০-৩১ জুলাই ঢাকায় কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে INM (Institute for Inclusive Finance and Development) ও FIN-B কর্তৃক আয়োজিত FIN-B international conference and inclusion fair-এর দ্বিতীয় দিনে উপস্থাপন করা হয়। গবেষণার বিষয় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের আর্থিকসেবা কীভাবে প্রান্তিক মানুষের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য সেবা কার্যক্রমকে সহায়তা করতে পারে।

প্যানেলিস্ট হিসেবে মঞ্চে উপস্থিত (বাম থেকে) আইএনএমের ডিরেক্টর জনাব Md.Mosleh Uddin Sadeque, Water.org-এর সিনিয়র স্ট্র্যাটেজিস্ট Ms. Claire Lyons, SME Foundation-এর MD জনাব Md. Safiqul Islam ও আইএনএমের ED Dr. Mustafa K. Mujeri.

১২ মার্চ ২০২০ নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানার অন্তর্গত সিদীপের মদনগঞ্জ ব্রাঞ্চের সোনাকান্দা সমিতিতে এফজিডি (FGD) ও সদস্যের সাক্ষাৎকার

Social capital building support by NGOs for empowerment, integration and social development of the poor and excluded

মানুষের মাঝে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, সহযোগিতার মনোভাব, পারস্পরিক বিশ্বাস, ইত্যাদির ভূমিকা সামাজিক জীবনে অপরিসীম। প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষের জন্য এসব সামাজিক মূলধন সৃষ্টি করে তাদেরকে সমাজের মূলস্রোতে যুক্ত করার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিতে এনজিওদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। পিছিয়ে পড়া মানুষের ক্ষমতায়নের জন্য সামাজিক মূলধন সৃষ্টিতে এনজিওদের ভূমিকা বিষয়ে এ গবেষণাটি করেছেন সংস্থার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শাজাহান ভুঁইয়া ও গবেষণা-প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খান। তাদের যৌথভাবে লিখিত প্রবন্ধটি কমিউনিটি সোশাল ওয়ার্ক প্র্যাকটিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (CSWPD) আয়োজিত Enhancing Human Relationship, Social Capital and Community Sustainability শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সেমিনারে উপস্থাপিত হবে।

প্রকাশনা

বই নিয়ে গ্রাম-উন্নয়ন মেলায়

InM ও FIN-B আয়োজিত মেলায় সিদীপের স্টলের সামনে ভারতের Acasia Global Consulting LLP-এর অধ্যাপক অরূপ চৌধুরী (মাঝে) ও তার বাম থেকে PKSF-এর Deputy Managing Director Dr Md. Jashim uddin এবং InM-এর Senior Deputy Director Md. Abdul Hye Mridha

সিদীপ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিসহ দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের নানা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বই প্রকাশ করেছে। এসব প্রকাশনা মানসম্মত বলে প্রশংসিত। ফলে শিক্ষিত সচেতন মহলে এসব বইয়ের চাহিদা রয়েছে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে উন্নয়নসংক্রান্ত মেলায় তাই সিদীপ উপস্থিত হয় তার বই নিয়ে। কারণ সংস্থা মনে করে সমাজে জ্ঞানের চর্চা ও বিকাশ টেকসই উন্নয়নের অপরিহার্য অঙ্গ।

ঢাকায় CIRDAP মিলনায়তনে ৭ থেকে ৮ জুলাই Rural Development Fair-এ সিদীপ অংশগ্রহণ করে নিজস্ব বইয়ের স্টল নিয়ে। ৩০-৩১ জুলাই ঢাকায় কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে INM ও FIN-B আয়োজিত FIN-B international conference and inclusion fair-এ দুইদিনব্যাপী মেলায় সিদীপ একটি বইয়ের স্টল নিয়ে অংশগ্রহণ করে। এরপর ১৪ থেকে ২০ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পিকেএসএফ আয়োজিত উন্নয়ন মেলা-২০১৯এ প্রকাশনা ও স্বাস্থ্যসেবার সামগ্রী নিয়ে সিদীপ একটি স্টল দেয়। এসব মেলায় বইয়ের এ সমারোহ দর্শকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সিরডাপে

নতুন বই

এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে সিদীপ ও প্রকাশনী সংস্থা 'প্রকৃতি' যৌথভাবে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ও আলমগীর খানের সম্পাদনায় "আমাদের শিক্ষা: নানা চোখে' বইটি প্রকাশ করেছে। সংস্থার শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন শিক্ষালোকে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখার দ্বিতীয় সংকলন গ্রন্থ এটি। এতে শিক্ষার বৈচিত্র্যময় দিক নিয়ে ছোটবড় ২৮টি লেখা রয়েছে।

পুনঃপ্রকাশ

শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য সংস্থার গবেষণা ও ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা মনজুর শাসসের লেখা 'প্রকৃতি-পাঠ' বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে। এতে শিক্ষক কীভাবে শিক্ষার্থীদেরকে তাদের চারপাশের প্রকৃতিকে জানতে ও চিনতে সহায়তা করবেন তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সৃষ্টিশীল শিশুশিক্ষায় আগ্রহী অনেকেই পুস্তিকাটি সংগ্রহ করে শিশুদের নিয়ে এরূপ কার্যক্রম চালু করতে উদ্যোগী হন।

স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীর মাঝে বই নিয়ে রচনা-প্রতিযোগিতা

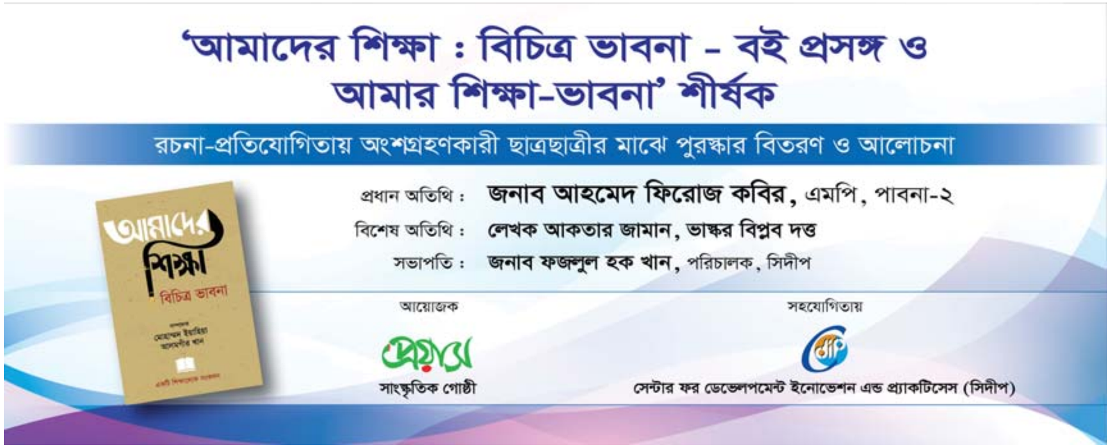

গত বছর প্রকাশিত 'আমাদের শিক্ষা: বিচিত্র ভাবনা' বই নিয়ে কাশীনাথপুর ও সংলগ্ন এলাকা থেকে কাশিনাথপুর ডিজিটাল স্কুল এন্ড কলেজ, ধোবাখোলা করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ এবং আলহেরা একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজের দশম ও একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর মাঝে 'আমাদের শিক্ষা: বিচিত্র ভাবনা - বই প্রসঙ্গ ও আমার শিক্ষা-ভাবনা' শীর্ষক একটি রচনা-প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছিলো।

রচনা-প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর মাঝে পুরস্কার বিতরণ ও আলোচনা উপলক্ষে সিদীপের সহযোগিতায় স্থানীয় 'প্রয়াস সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী' ৬ নভেম্বর বিকালে নাটিয়াবাড়িতে ধোবাখোলা করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনা-২ আসনের সংসদ সদস্য জনাব আহমেদ ফিরোজ কবির। বিশেষ অতিথি ছিলেন লেখক আকতার জামান ও ভাস্কর বিপ্লব দত্ত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিদীপের পরিচালক জনাব ফজলুল হক খান ও এটি সঞ্চালন করেন লেখক আলমগীর খান।

প্রধান অতিথি জনাব আহমেদ ফিরোজ কবির, এমপি, বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর মাঝে পুরস্কার হিসেবে বই বিতরণ করেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, অভিভাবকরা যদি শিশুসন্তানের ভেতর স্বপ্ন জাগিয়ে তুলতে পারেন, সেই সন্তান বিপথগামী হবে না কখনও। এখনকার ছেলেমেয়ে অনেক মেধাবী, শুধু দরকার তাদের সঠিক পরিচর্যার, তবেই আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ হয়ে উঠতে সক্ষম হবে।

লেখক আকতার জামান বক্তৃতায় তার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার আলোকে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীকে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। ভাস্কর বিপ্লব দত্ত বলেন, শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি সৎ ও আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। সকল বক্তা শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে শিক্ষা বিষয়ক এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রশংসা করেন।

প্রধান কার্যালয়ে ও ব্রাঞ্চে গ্রন্থাগার তৈরির উদ্যোগ

সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে নির্বাহী পরিচালকের কক্ষে গ্রন্থের একটি সমৃদ্ধ কর্নার রয়েছে। প্রতিবছর এ গ্রন্থকর্নারের জন্য বই কেনা হয়। ইতিমধ্যে এখানে বেশ কিছু বিখ্যাত, ক্ল্যাসিক ও গবেষণামূলক গ্রন্থের সংগ্রহ তৈরি হয়েছে। বর্তমানে গ্রন্থের এই কর্নারকে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগারে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ চলছে।

এছাড়া দেয়াল গ্রন্থাগারের একটি অভিনব ধারণাকে ভিত্তি করে প্রতি ব্রাঞ্চের দেয়ালে একটি করে বুকশেলফ স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। যেখানে সংস্থার মূল্যবান প্রকাশনাসমূহ সংরক্ষিত হওয়া ছাড়াও অন্যদের প্রকাশিত গল্প-উপন্যাস, কবিতা ও বিজ্ঞানের বই থাকতে পারে। এখান থেকে সংস্থার কর্মী, সদস্য, স্থানীয় উপকারভোগী ও বিশেষ করে সিদীপ স্কুলের শিক্ষিকাগণ বই নিয়ে পড়তে পারবেন। এর ফলে একদিকে সমাজে সুস্থ চিন্তার চর্চা হবে, অন্যদিকে সংস্থার একটি উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তৈরি হবে।

দেয়াল গ্রন্থাগারের ধারণাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত বছর পাবনা এরিয়ার সাঁথিয়া, সিএন্ডবি বাজার, শাহজাদপুর ও উল্লাপাড়া ব্রাঞ্চের ৪টি অফিসের দেয়ালে একটি করে বুকশেলফ স্থাপন করা হয়েছে। ৬ নভেম্বর ২০১৯ শাহজাদপুর ব্রাঞ্চে স্থাপিত বুকশেলফটি সংস্থার পরিচালক (প্রোগ্রাম) জনাব ফজলুল হক খান আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। ঐদিন রিফ্রেশারে শিক্ষিকাগণ বুকশেলফটির নাম নির্ধারণ করেন 'করতোয়া গ্রন্থসারি'। এছাড়া ৫ নভেম্বর সিএন্ডবি বাজারের রিফ্রেশারে শিক্ষিকাগণ তাদের ব্রাঞ্চে স্থাপিত বুকশেলফের নাম নির্ধারণ করেন 'হুরা সাগর গ্রন্থসারি'।

ত্রৈমাসিক সিদীপ সংবাদ ও শিক্ষালোক

সংস্থার বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় কার্যক্রম সম্পর্কে সংস্থার কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদেরকে নিয়মিত অবহিত রাখতে ২০১৯-এর জানুয়ারি থেকে 'সিদীপ সংবাদ' নামে একটি চার পৃষ্ঠার ত্রৈমাসিক বুলেটিন প্রকাশ করা হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে এর ৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে যা সংস্থার অভ্যন্তরে কর্মীদের মাঝে ও বাইরে শুভানুধ্যায়ীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

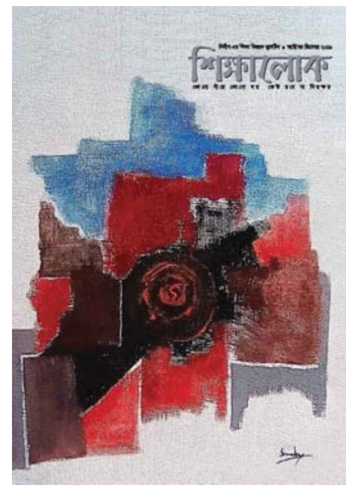

এ ছাড়া সংস্থার অভ্যন্তরে কর্মীদের ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মাঝে শিক্ষা বিষয়ক চিন্তার প্রসার ও আদানপ্রদানের জন্য সিদীপ ২০১৪ সালের জুনে প্রথম শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন 'শিক্ষালোক' প্রকাশ শুরু করে। প্রকাশের পর থেকে এ পর্যন্ত শিক্ষালোকের মোট ৩০টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। চলতি অর্থবছরে প্রকাশিত হয়েছে 'শিক্ষালোক'-এর মোট ২টি সংখ্যা। এসব সংখ্যা কিছু চিন্তাশীল লেখা, পুরনো মূল্যবান লেখা, গল্প-কবিতা, অনুবাদ ও সিদীপের বিভিন্ন কার্যক্রমের খবরাখবরে সমৃদ্ধ। শিক্ষালোকের ২০১৪ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সংখ্যাগুলো নিয়ে '১৪-'১৫ ও '১৬-'১৭ শীর্ষক দুটি সংকলনে বাঁধাই করা হয়েছে। অন্যান্য সংখ্যাগুলোও সাল ভিত্তিতে বাঁধাই করে সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

শিক্ষালোক লেখক-শিল্পী সম্মিলন-২০২০

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০এ সিদীপ প্রধান কার্যালয়ের মিলনায়তনে তৃতীয় বারের মতো আয়োজিত হয় শিক্ষালোক লেখক-শিল্পী সম্মিলন। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম, বার্ড-কুমিল্লার প্রাক্তন মহাপরিচালক ফজলুল বারি, লেখক ও গবেষক শাহজাহান ভূঁইয়া, লেখক সালেহা বেগম, লেখক ও সমাজকর্মী সিরাজুদ দাহার খান, কবি সৈকত হাবিব, ভাস্কর বিপ্লব দত্ত, চলচ্চিত্র পরিচালক নোমান রবিনসহ অনেকেই। সিদীপের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান।

সম্মিলনে সিদীপের শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন 'শিক্ষালোকে'র ভূমিকা, দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা, এনজিওদের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত সারাক্ষণই চলেছে প্রাণবন্ত আলোচনা, সমালোচনা ও যুক্তি-তর্ক। কবি ও প্রকাশক সৈকত হাবিব বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক ক্ষেত্রে এনজিওরা দ্রুত গতিতে কাজ করে থাকে। অনেকের আলোচনায় এটা উঠে আসে যে, এনজিওদের কাজের মাধ্যমে এ দেশের দরিদ্র মানুষ গুরুত্বপূর্ণ সেবা লাভ করে ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় যুক্ত হয়ে থাকে।

বিশিষ্ট শিক্ষক বিদুৎ কুমার রায় বলেন, শিক্ষাব্যবস্থাকে সুদূরপ্রসারী করতে হলে আমাদের পাঠ্যবইয়ের ওপর জোর দিতে হবে। এখনকার শিক্ষার্থীরা গাইড বই বা নোট বইয়ের উপর জোর দেয়ার কারণে শিক্ষাব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এ+ পাওয়ার প্রতিযোগিতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শুধুমাত্র রেজাল্টের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে মেধার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এছাড়াও সকলে শিক্ষা ও এনজিওদের কার্যক্রমের নানাদিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ সম্মিলনে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ও আলমগীর খান সম্পাদিত 'আমাদের শিক্ষা : নানা চোখে' বইটি নিয়েও আলোচনা হয়।

অনুষ্ঠানে অভিনন্দন জানানো ও পুরস্কৃত করা হয় ৩ জন শিল্পীকে: বিপ্লব দত্তকে শেকড় থেকে শিখরে ভাস্কর্যের জন্য, সংস্থার কর্মী তানজিল হাসাল রাতুল ও মাহবুব উল আলমকে আলোকচিত্রের জন্য। এগুলো সিদীপের বর্তমান ক্যালেন্ডার ও অন্যান্য প্রকাশনায় ব্যবহৃত হয়েছে।

শিল্পী তানজিল হাসান রাতুল গান গেয়ে শোনান। সবশেষে চলচ্চিত্র পরিচালক নোমান রবিনের Blossoms From Ash ছবিটি দেখানো হয়। চলচ্চিত্রটি সকলকে মুগ্ধ করে।

মানব-সম্পদ ব্যবস্থাপনা

যেকোনো সংস্থার উন্নয়নে ও চলার পথে মানব-সম্পদ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষত বেসরকারি সংস্থাগুলোর বিকাশের মূলে রয়েছে মানব-সম্পদের অনন্য ভূমিকা। মানব-সম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে মানব-সম্পদ আহরণ, উন্নয়ন, তাদের বেতন-ভাতা, আর্থিক প্রণোদনা, সংস্থায় আত্মীকরণ, সংরক্ষণ, প্রয়োজনে বিচ্যুতকরণ এবং চাকুরিশেষে বিধি মোতাবেক সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করা। সিদীপের মানব-সম্পদ বিভাগ দৈনন্দিন এ কাজগুলো করে যাচ্ছে। নিম্নে এ অর্থবছরের সাধারণ কাজসমূহের বাইরে কিছু উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ দেয়া হলো।

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

কর্মসূচির গুণগতমান বৃদ্ধি, প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়ন ও অভিজ্ঞ কর্মীবাহিনী তৈরির প্রয়োজনে এবং কর্মীদের মানবিক উন্নয়ন ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রধান কার্যালয়ে ও মাঠ পর্যায়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭১টি কোর্স ও বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ৩,৭৬৭ ব্যাচে সর্বমোট ৫১,১৭৭ জনকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ/মিটিং/ওরিয়েন্টেশন/কর্মশালা/রিফ্রেশার করানো হয়েছে। অংশগ্রহকারীদের মধ্যে ছিলেন সমিতির সদস্য ও উপকারভোগী, বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মী ও মাঠকর্মীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

সংস্থা নিজে ছাড়াও প্রশিক্ষণ আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে পিকেএসএফ, আইএনএম, সিডিএফ, এমআরএ, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিএসটিডি, আইবিএ, ARDITES BD Ltd., বিআইএম, বারি ইত্যাদি।

সিদীপের মোট জনবল

ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি	শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক)	মডার্ন স্কুল	স্বাস্থ্য কর্মসূচি	সমৃদ্ধি কর্মসূচি	সোলার কর্মসূচি	নিরীক্ষা বিভাগ	সামাজিক ভোগ্যপণ্য কর্মসূচি	সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি	এসএমএপি (জাইকা)	প্রধান কার্যালয়	মোট জনবল
১,৫১৯	২,৬২৭	১৩১	৩০৪	১০৮	৩	২৫	১	৩	৯	৮২	৪,৮১২

বিদেশে প্রশিক্ষণ ও ভ্রমণ

মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সংস্থা প্রতি বছর কয়েকজন কর্মীকে প্রশিক্ষণ, এক্সপোজার ভিজিট ইত্যাদি উপলক্ষে বিদেশ পাঠিয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় এ অর্থ বছরে এক্সপোজার ভিজিটে ৯ জনকে নেপাল ও ২ জনকে সিঙ্গাপুর পাঠানো হয়েছিল।

নেপাল সফর

অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯-২৬ অক্টোবর আইডিএফ এবং সিদীপ এ দুটি সংস্থার মোট ১১ জন সদস্যের একটি টিম নেপাল ভ্রমণ করে। ভ্রমণটি ছিল নেপালী এনজিও Centre for Self-help Development (CSD)-এর আমন্ত্রণে।

ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য ছিল সে দেশের এনজিওগুলোর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন এবং নেপালের মানুষের জীবন-বৈচিত্র্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা। ভ্রমণকারীগণ কাঠমান্ডু ও পোখারা শহরের Manushi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd, Kavre; Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd, Banepa; Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd, Syangja; Jalpa Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd., Nadipul ইত্যাদি এনজিও'র সমিতি মিটিংয়ে অংশগ্রহণ, ব্রাঞ্চ অফিস ও প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন, কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় এবং সদস্যদের বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এছাড়া তারা পোখারার Chiplekhunga-এ Muktinath Bikas Bank-এর ব্রাঞ্চ অফিস পরিদর্শন করেন।

বিভিন্ন কার্যক্রম

কর্মী প্রণোদনা

কর্মীকে প্রণোদনা প্রদানের বিষয়ে সিদীপ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বরাবরই আন্তরিক এবং তা কাজের যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে দেয়া হয়ে থাকে। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে কর্মীদের বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, পদোন্নতি ইত্যাদি প্রদান করা হয়ে থাকে। এ অর্থবছরে মোট ৪০৩ জনকে নিয়োগ, ১৬১ জনকে গ্রেড উন্নয়ন ও পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ ও কর্মী কল্যাণ তহবিল

সংস্থায় কর্মরত কর্মীদের অসুস্থতা, দুর্ঘটনা ও মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। এ অর্থবছরে মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত এক পরিবারকে ৩ লক্ষ টাকা, চিকিৎসার জন্য একজনকে ১ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য (অসুস্থতা, দুর্ঘটনা ইত্যাদি) কারণে বিভিন্ন কর্মীকে ১,৬৮,৮৯৪ টাকাসহ সর্বমোট ৫,৬৮,৮৯৪ (পাঁচ লক্ষ আটষট্টি হাজার আটশো চুরানব্বই) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

সংস্থার অটোমেশন কার্যক্রম ও অগ্রগতি

সংস্থার ঋণপ্রোগ্রামসহ অন্যান্য প্রোগ্রামের তথ্যপ্রবাহকে গতিশীল ও নির্ভুল করতে সংস্থার এমআইএস ও আইটি বিভাগ বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ও আইটি প্রযুক্তি ব্যবহার এবং বাস্তবায়ন করছে।

বর্তমানে ব্রাঞ্চ পর্যায়ের প্রায় সকল কর্মী কম্পিউটার ও সফটওয়্যার ব্যবহার করতে সক্ষম। প্রতিটি ব্রাঞ্চের নির্ধারিত হিসাবরক্ষক ও মাঠকর্মীদের কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে সংস্থার প্রতিটি ব্রাঞ্চে একাধিক কর্মকর্তা শাখার কম্পিউটার ট্রাবলশুটিং করতে সক্ষম। এছাড়াও বর্তমানে Microfin360 সফটওয়্যারের একটি অ্যাপস ব্রাঞ্চ পর্যায়ে ব্যবহার হচ্ছে।

সংস্থার অটোমেশনকে আরও গতিশীল করতে আইটি বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থার ভোগ্যপণ্য কর্মসূচিকে অটোমেশনের আওতায় আনতে একটি Inventory সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে যা শাখা পর্যায়ে চলমান আছে।

সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিকে মনিটরিং করার জন্য CDIP Eye নামক সফটওয়্যারে নতুন কিছু মনিটরিং মডিউল ও রির্পোট যুক্ত করা হয়েছে।

সংস্থার অর্থবিভাগের জন্য Fund Management & Tax-vat নামক দুটি সফটওয়্যার চলমান আছে।

এছাড়া কর্মীব্যবস্থাপনার জন্য সংস্থার নিজস্ব Human Resource Management সফটওয়্যারটিতে EDMS (Electronic Document Management System) ও Staff Profile যুক্ত করা হয়েছে।

সংস্থার শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির জন্য প্রস্তুত অনলাইন সফটওয়্যারও প্রধান কার্যালয়ে ও সকল ব্রাঞ্চে প্রয়োগ হচ্ছে। সফটওয়্যারটিতে স্কুলের নাম, শিক্ষিকার নাম, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা, অভিভাবক সভায় উপস্থিতির সংখ্যা ইত্যাদি স্কুলভিত্তিক তথ্য রাখা যাচ্ছে এবং এ থেকে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে।

সংস্থার স্বাস্থ্যকর্মসূচির জন্য প্রস্তুত অনলাইন সফটওয়্যারও বর্তমানে সকল শাখায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। সফটওয়্যারটিতে রোগীর নাম, রোগের প্রকারভেদ, প্রাথমিক চিকিৎসার বিবরণ ইত্যাদি তথ্য রাখা হয়। এছাড়া স্বাস্থ্যকর্মসূচির আওতায় এবং আইটি বিভাগের কারিগরি সহায়তায় টেলিডার্মার পাইলটিং চলছে। শাখার সাথে যোগাযোগ আরও ভালভাবে করার লক্ষ্যে ৮টি জোনাল অফিসের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তাছাড়া আইটি বিভাগ নিত্যনতুন ধারণা নিয়ে কাজ করছে যা সংস্থার কার্যক্রমকে গতিশীল করতে সহায়তা করবে।

জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন কর্মসূচি

সিদীপ পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রমের মাধ্যমে সদস্যদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে ও তাদের জীবন যাত্রার মানে উন্নতি হয়েছে। সদস্যদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন অব্যাহত রাখতে ২০১৮র জুন মাসে সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেডের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয় এবং জুলাই মাস থেকে বিভিন্ন সামাজিক ভোগ্যপণ্য বিক্রয় কার্যক্রম শুরু করা হয়। চলতি অর্থবছরে সদস্যদের মাঝে ৭৫৬৮টি বিভিন্ন ধরনের (রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশন, সেলাই মেশিন ইত্যাদি) সামাজিক ভোগ্যপণ্য বিক্রয় করা হয়েছে।

মার্চ ২০২০ থেকে ওয়ালটন বাংলাদেশ লিমিটেডের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে ওয়ালটনের ভোগ্যপণ্যও বিক্রয় কার্যক্রম শুরু করা হয়।

সদস্যরা সহজ শর্তে হাতের কাছে পণ্য ক্রয় করার সুযোগ পায় বিধায় তাদের কাছে কর্মসূচির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই আগামীতে আরও বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ভোগ্যপণ্য বিক্রয়ের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

উন্নয়ন মেলা-২০১৯এ অংশগ্রহণ

সিদীপ এর স্টল পরিদর্শন করছেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ এবং তার ডানে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো: জসীম উদ্দিন, মো: ফজলুল কাদের, গোলাম তৌহিদ ও অন্যান্য

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী মানুষের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ নেটওয়ার্ক তৈরি এবং পরিবেশ ও দরিদ্রবান্ধব প্রযুক্তিনির্ভর কর্মকাণ্ডে দরিদ্রদেরকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১৪ থেকে ২০ নভেম্বর আয়োজন করা হয় উন্নয়ন মেলা-২০১৯। ১৪ নভেম্বর সকাল ১০টায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এই মেলার উদ্বোধন ঘোষণা করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মেলায় সিদীপ নিজের প্রকাশিত বইপুস্তক দিয়ে স্টল সাজায়। একুশটি ব্যবসা আপনার জন্য দেশের জন্য, একশত গ্রামীণ উদ্যোক্তার সফল জীবন সংগ্রাম, প্রকৃতি পাঠ, আদর্শ বাড়ী কার্যক্রম, গাঁয়ে গাঁয়ে অভিনব শিশুশিক্ষা, আমাদের শিক্ষা: বিচিত্র ভাবনা, শিক্ষায় সহায়তা ও শিশুদের পড়ানোর কৌশল, কৃষকের পাশে সিদীপ, Health Strategy, ক্ষুদ্রঋণে খেলাপি না হওয়ার উপায় ও প্রতিরোধে করণীয়, ক্ষুদ্রঋণে সঠিক সদস্য যাচাই-বাছাই, সিদীপের শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন শিক্ষালোক, একটি ভিন্নধর্মী প্রয়াস, জীবন সংগ্রামে জয়ী যারা, উঠান স্কুলের কথা, কিছু শিক্ষাচিন্তা, বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি বই দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রকাশনীর পাশাপাশি সিদীপের স্টলে ছিল স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম। এখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, স্বল্পমূল্যে ডায়াবেটিস পরীক্ষা, বিনামূল্যে রক্তচাপ পরিমাপ, ওজন মাপা ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সিদীপের স্টলে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চোখের পাওয়ার নির্ণয়, চোখের সমস্যা সনাক্তকরণ ও ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের (পিকেএসএফ) সহযোগিতায় সংস্থা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ ও মাণিকগঞ্জ এ ৩টি জেলায় 'জাগিয়া উঠিল প্রাণ' এই স্লোগানে শিক্ষার্থীদেরকে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়াচর্চায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে আছে আন্তঃস্কুল সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, উপজেলাভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিষয়ক কর্মশালা, শুদ্ধ উচ্চারণ ও আবৃত্তি কর্মশালা, পরিচ্ছন্ন বিদ্যালয় গড়ন কর্মসূচি, স্কুল ও মাদ্রাসাভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, মুজিব বর্ষ উপলক্ষে উপজেলাভিত্তিক দেয়ালপত্রিকা উৎসব এবং কিশোরী ফুটবল টুর্নামেন্ট। উল্লিখিত আয়োজনগুলো স্কুলভিত্তিক সংগঠিত হয়। পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরকে সুস্থ ধারার সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া চর্চার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং নৈতিকতা ও মূল্যবোধ নিয়ে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। কর্মসূচিটি জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সিদীপের জন্য সুনাম বয়ে আনতে বিশেষ অবদান রাখছে। কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন।

কৈশোর কর্মসূচি: সিদীপ ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ এবং মানিকগঞ্জ জেলার ৩টি উপজেলায় ৩৬টি কৈশোর ক্লাব গঠন করেছে। প্রতিটি ক্লাবে ৩০ জন কিশোর-কিশোরি রয়েছে। তাদেরকে উন্নত মূল্যবোধ, সুশিক্ষা, নেতৃত্ব, পরোপকারিতা, জীবন দক্ষতা, সৃজনশীলতা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করা হচ্ছে।

বার্ষিক বনভোজন

চলতি বছর ১০ জানুয়ারী নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ঢাকা ভিলেজে সিদীপ প্রধান কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান কার্যালয়ের কর্মীগণ ও তাদের পারিবারিক সদস্য এবং সিদীপ পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত কিছু সদস্য অংশ নেন। নানারকম খেলাধুলা বিশেষ করে ফুটবল এবং বিনোদনমূলক গান, কবিতা, ছড়া, কৌতুক ইত্যাদি অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। সবশেষে র‍্যাফেল ড্রয়ের পর আকর্ষণীয় পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে পুরো মিলনমেলা হয়ে ওঠে আনন্দে ভরপুর। নানা আয়োজনে দিনটি হয়েছিল খুবই উপভোগ্য।

৫ জানুয়ারি ২০২০ প্রধান কার্যালয়ে পিঠা উৎসব

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ টঙ্গী পাইলট স্কুল এন্ড গার্লস্ কলেজ মাঠে ইভার ফ্যাশন লিমিটেডের ইভার স্পোর্টিং ক্লাবের সাথে সিদীপ সবুজশ্যামল ক্রিকেট দলের এক কর্পোরেট ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত খেলায় সবুজশ্যামল ক্রিকেট দল ৪ উইকেটে জয় লাভ করে।

আর্থিক বিবরণ

আর্থিক অবস্থা

Permormance Area	Operational Permormance trend				
	Jun'16	Jun'17	Jun'18	Jun'19	Jun'20
Financial Self Sufficiency (FSS)	162.28%	173.66%	117.53%	146.80%	127.78%
Debt to Capital Ratio	2.09	2.18%	1.88	1.85	2.01
Capital Adequacy Ratio	35.89%	35.59%	40.85	38.55%	38.03%
Current Ratio	1.73	1.67%	1.80	1.68	1.65
Liquidity to Savings Ratio	12.61%	14.37%	21.28%	16.35%	25.58%
Rate of Return on Capital	24.07%	24.50%	26.48	18.04%	9.82%
Debt Service Cover Ratio	1.21	1.18	1.17	1.17	1.10

উপরোক্ত তথ্যচিত্রের তথ্যসমূহ নিম্নোক্ত গ্রাফের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো

আর্থিক সয়ম্ভরতা - Financial Self Sufficiency (FSS) :
ঋণ কার্যক্রম হতে অর্জিত আয় / (কার্যক্রম পরিচালনা ব্যয় + তহবিল মূল্য + প্রভিশন + ইনপুটেড কস্ট অফ ক্যাপিটাল)

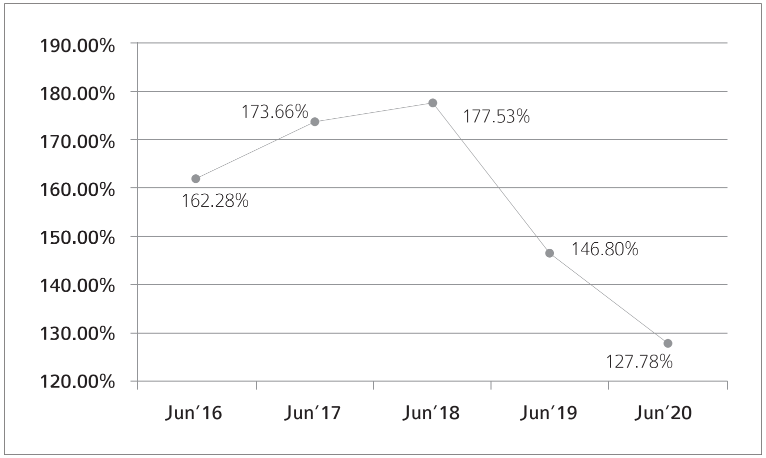

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে করোনার প্রভাবে এপ্রিল ও মে দুই মাস কোন আয় না হওয়ার পাশাপাশি সংস্থার ব্যয়ের ধারা চলমান থাকায় আর্থিক স্বয়ম্ভরতা হ্রাস পেয়েছে।

Debt to Capital Ratio
Debt/Total Capital (Net worth)

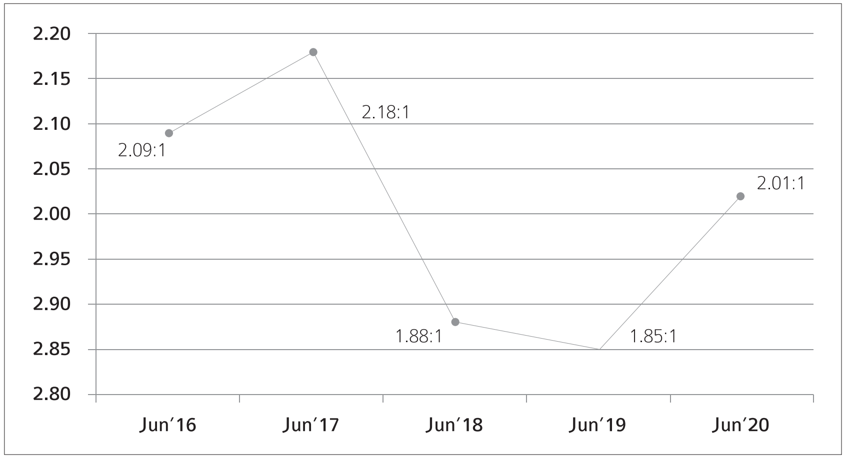

বিগত বছরের তুলনায় ক্রমপুঞ্জীভূত উদ্বৃত্ত তহবিল ১৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেলেও এর বিপরীতে দায় ৮০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে অনুপাত দাড়িয়েছে ২.০১ : ১। এই অনুপাতের ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর মানদণ্ড হচ্ছে ৯ : ১।

Capital Adequacy Ratio

Total Capital/Total Asset-(Cash+Bank+STD+Govt. Securities)

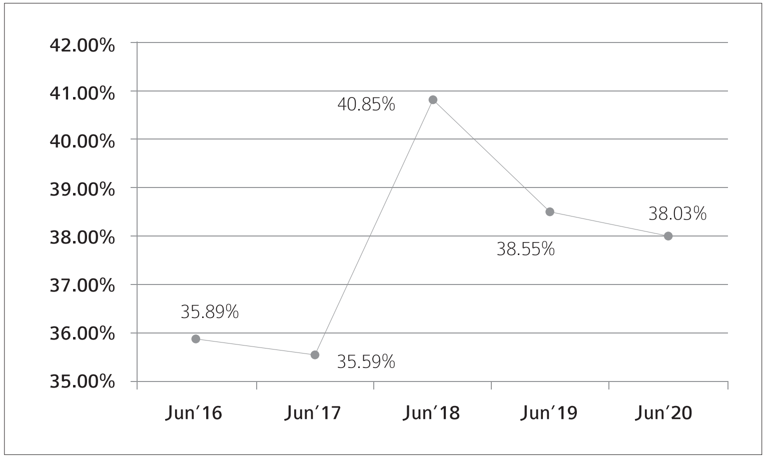

এই অর্থবছরে নিজস্ব পুজি ৭.৪৪% বৃদ্ধির পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৮.৯৮%। গত অর্থবছরের তুলনায় মূলধন পর্যাপ্ততা ০.৫২% হ্রাস পেয়ে ৩৮.০৩% এ দাঁড়িয়েছে। এ ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর মানদণ্ড হলো ন্যূনতম ১৫%।

Current Ratio

Current Asset/Current Liability

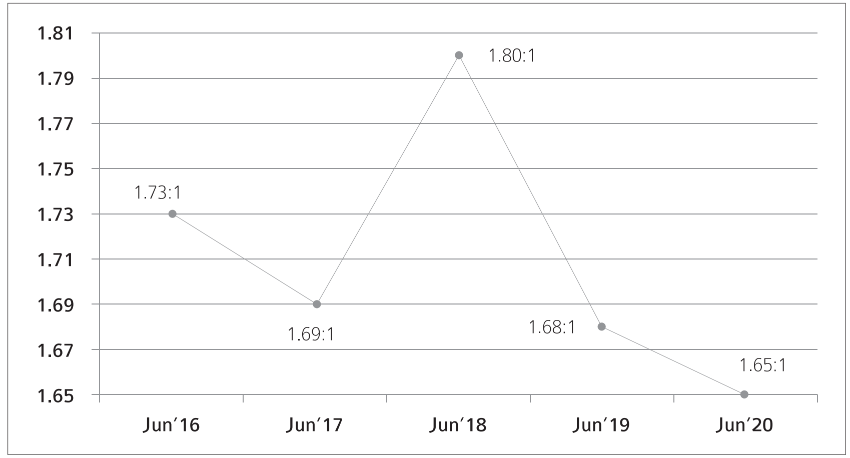

এই অর্থবছরে চলতি দায় ১৫.৮২% বৃদ্ধি পেলেও চলতি সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩.৯১%। এ ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর মানদণ্ড হচ্ছে ২ : ১।

Liquidity to Savings Ratio

Savings FDR/Total Savings Fund(Member seving deposit)

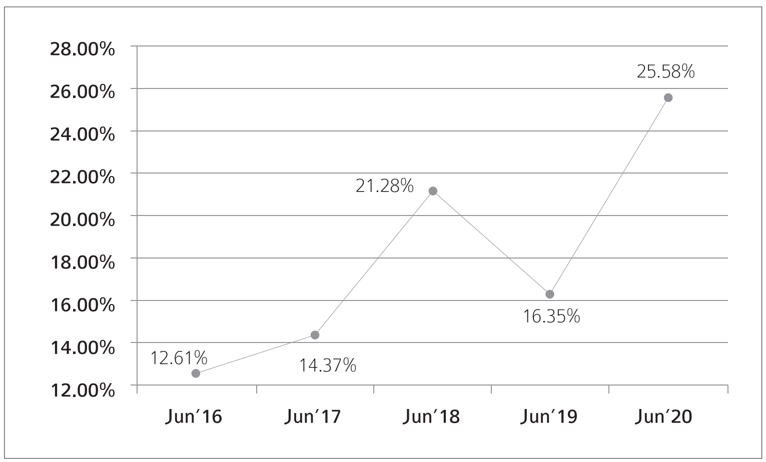

এই অর্থবছরে সদস্যদের সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩% অপর দিকে তারল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭৭%। সেজন্য সঞ্চয়পত্রের তারল্য গতবছর থেকে ৯.২৫% বৃদ্ধি পেয়ে ২৫.৫৮% এ উন্নীত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এমআরএ- এর মানদণ্ড হচ্ছে ১৫%।

Rate of Return on Capital

Surplus for the year/Average Capital Fund

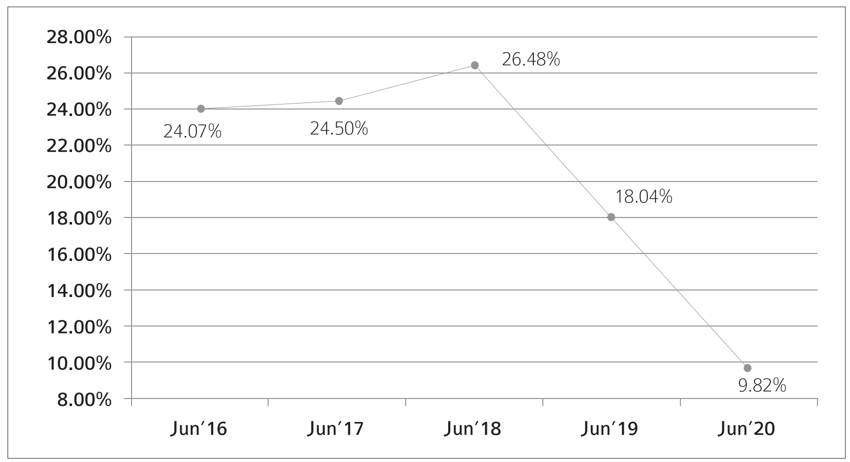

এ অর্থবছরে গড় মূলধন বৃদ্ধি পেলেও চলতি বছরের উদ্বৃত্ত করোনার প্রভাবে ৮.২৮% হ্রাস পেয়ে ৯.৮২% হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর মানদণ্ড হচ্ছে ১%।

Debt Service Cover Ratio

Surplus+Pr.& Service charge Paid/Pr. & service charge paid

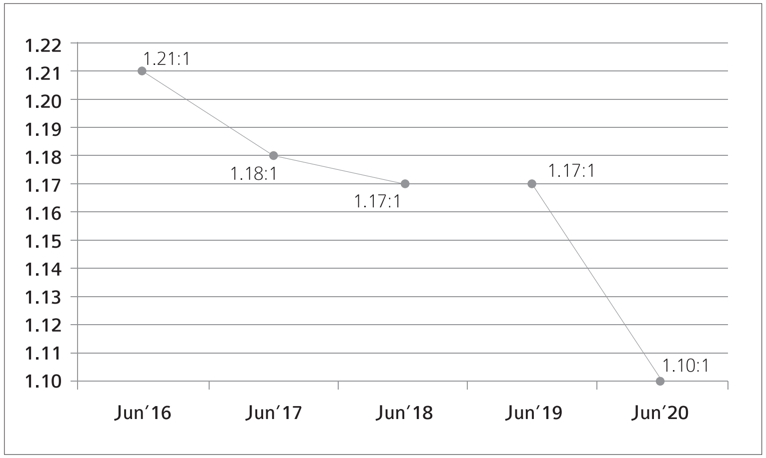

এ অর্থবছরে আমাদের দায় পরিশোধ ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে ১.১০ ঃ ১ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর মানদণ্ড হচ্ছে ১.২৫ ঃ ১।

আর্থিক উৎস

(Tk. in Million)

Particulars	2019-2020		2018-2019		2017-2018		2016-2017		2015-2016	
	Taka	%	Taka	%	Taka	%	Taka	%	Taka	%
Equity/Net worth	3,423	40.56%	3,027	40.78%	2,584	41.55%	2,025	38.14%	1,596	38.90%
Members Deposits	3,551	42.07%	3,133	42.20%	2,573	41.37%	2,178	41.20%	1,744	42.50
PKSF	792	9.39%	627	8.45%	633	10.18%	537	10.11%	626	15.26%
IDCOL	8	0.09%	11	0.14%	13	0.21%	15	0.29%	7	0.18%
Commercial Bank & NBFI	270	3.20%	302	4.07%	163	2.63%	352	6.63%	-	0.07%
Bangladesh Bank	396	4.69%	324	4.36%	253	4.06%	193	3.63%	130	3.16%
Total	**8,441**	**100%**	**7,424**	**100%**	**6,219**	**100%**	**5,309**	**100%**	**4,103**	**100%**

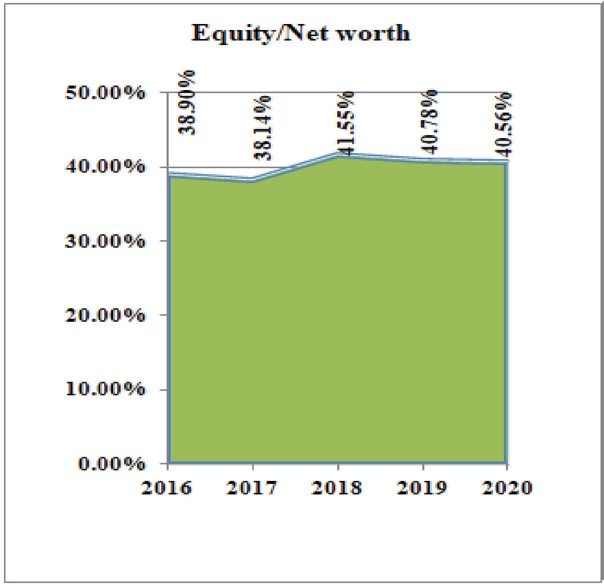

Equity/Net worth
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
38.90%
38.14%
41.55%
40.78%
40.56%
2016
2017
2018
2019
2020

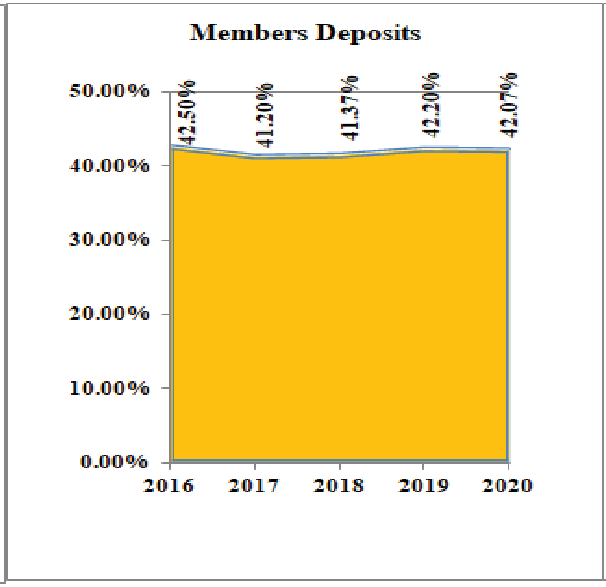

Members Deposits
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
42.50%
41.20%
41.37%
42.20%
42.07%
2016
2017
2018
2019
2020

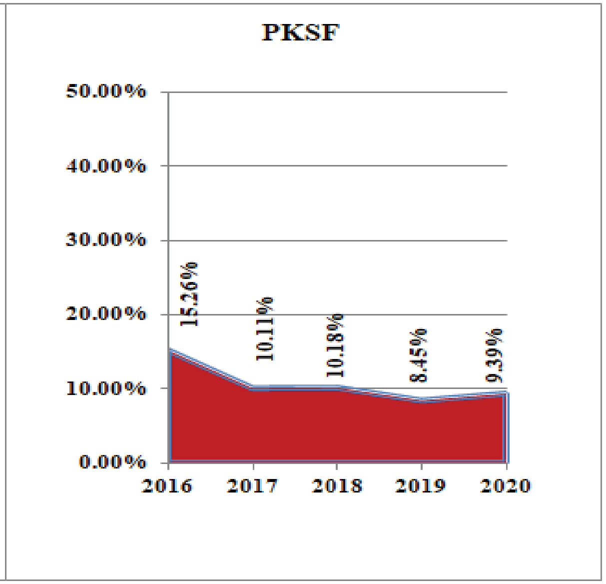

PKSF
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
15.26%
10.11%
10.18%
8.45%
9.39%
2016
2017
2018
2019
2020

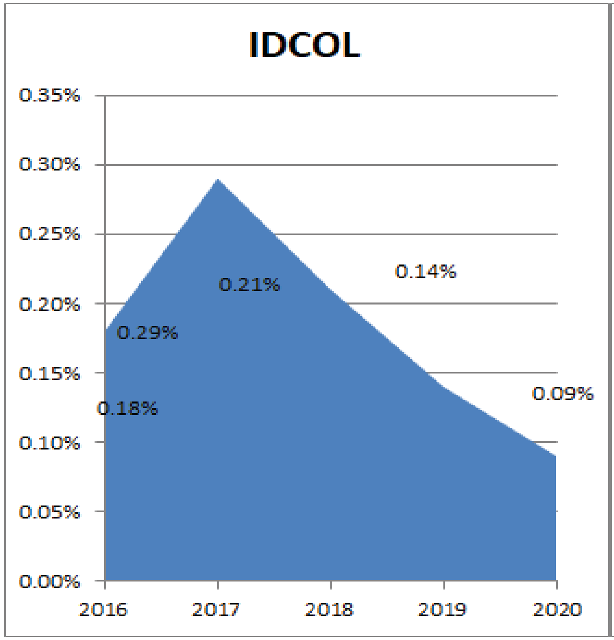

IDCOL
0.35%
0.30%
0.25%
0.20%
0.15%
0.10%
0.05%
0.00%
0.18%
0.29%
0.21%
0.14%
0.09%
2016
2017
2018
2019
2020

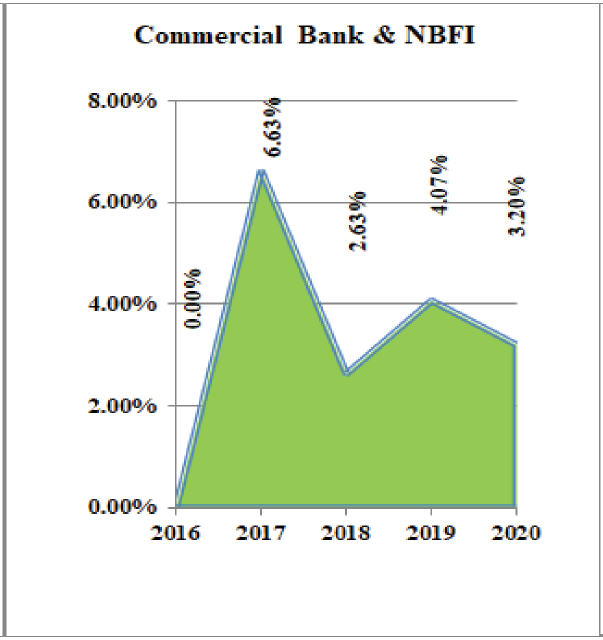

Commercial Bank & NBFI
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
0.00%
6.63%
2.63%
4.07%
3.20%
2016
2017
2018
2019
2020

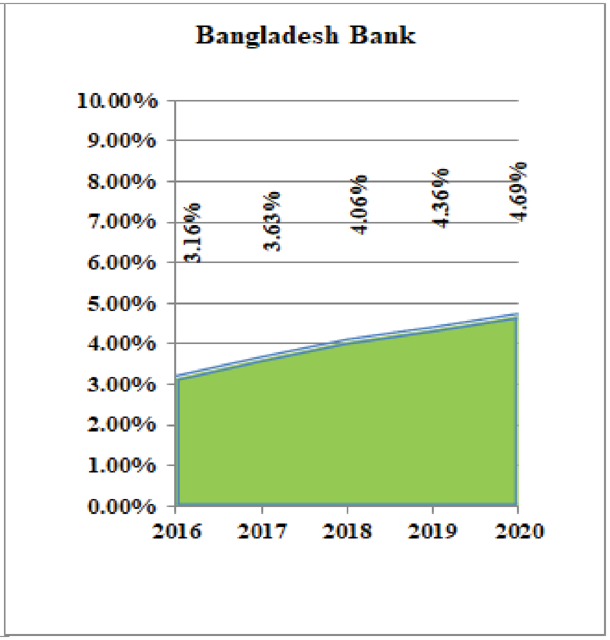

Bangladesh Bank
10.00%
9.00%
8.00%
7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
3.16%
3.63%
4.06%
4.36%
4.69%
2016
2017
2018
2019
2020

উপরোক্ত তথ্যচিত্র ও গ্রাফ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত বছরে (২০১৮-২০১৯) আমাদের মোট ৭,৪২৪ মিলিয়ন টাকা অর্থ সম্পদের মধ্যে ৪০.৭৮% ইকুইটি, ৪২.২০% সদস্যদের সঞ্চয়, ৮.৪৫% পিকেএসএফ ঋণ, ০.১৪% ইডকল ঋণ, ৪.০৭% বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ৪.৩৬% বাংলাদেশ ব্যাংক যা বর্তমান অর্থবছরে (২০১৯-২০২০) যথাক্রমে ৪০.৫৬% ইকুইটি, ৪২.০৭% সদস্যদের সঞ্চয়, ৯.৩৯% পিকেএসএফ ঋণ, ০.০৯% ইডকল ঋণ, ৩.২০% বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ৪.৬৯% বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ হয়েছে।

উল্লেখ্য উপরোক্ত আর্থিক উৎসের তথ্যের ভিত্তিতে ৫ বছরের ব্যবধানের পার্থক্য হয়েছে (২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের) তা নিম্নের গ্রাফে দেখানো হলো।

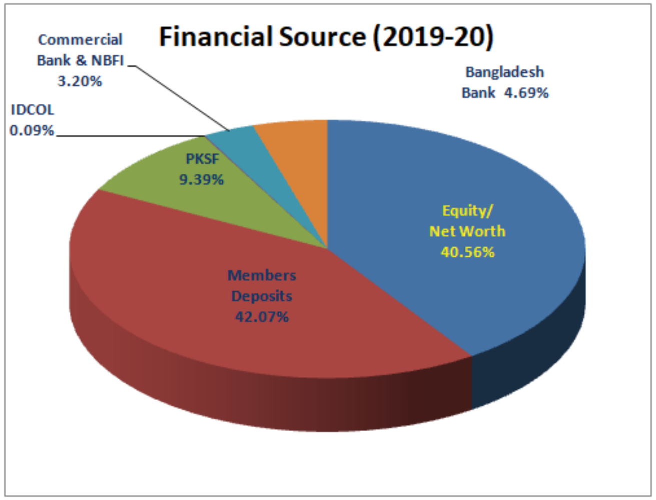

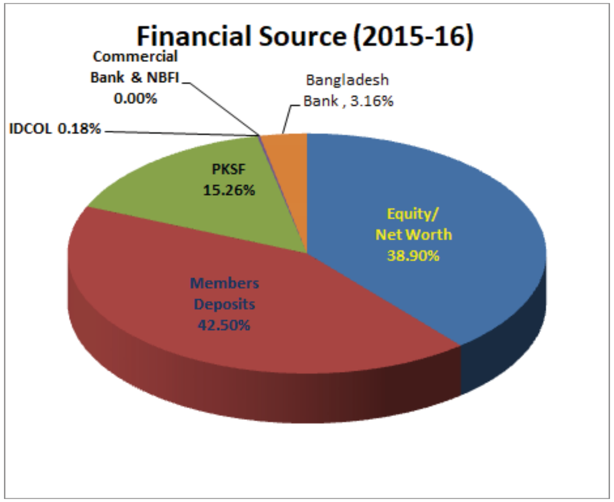

সম্পদ বিন্যাস

(Tk. in Million)

Assets Composition	2019-2020		2018-2019		2017-2018		2016-2017		2015-2016	
	Taka	%	Taka	%	Taka	%	Taka	%	Taka	%
Property, Plant & Equipment	115.30	1.37%	121.02	1.63%	118.32	1.90%	114.84	2.16%	110.53	2.71%
Loan Portfolio	6996.57	82.89%	6405.58	89.29%	5103.84	82.06%	4530.79	85.34%	3542.54	86.72%
Fixed Deposit	692.77	8.21%	619.39	8.34%	739.91	11.90%	502.26	9.46%	352.22	8.62%
Other Assets	87.08	1.03%	79.36	1.07%	61.29	0.99%	52.89	1.00%	32.08	0.79%
Cash & Bank Balance	549.35	6.51%	198.31	2.67%	196.37	3.16%	108.59	2.05%	47.53	1.16%
Total	8441.07	100%	7423.65	100%	6219.73	100%	5309.37	100%	4084.90	100%
Growth	**1017.42**	**13.71%**	**1203.92**	**19.36%**	**910.36**	**17.15%**	**1224.47**	**29.98%**	**571.62**	**25.08%**

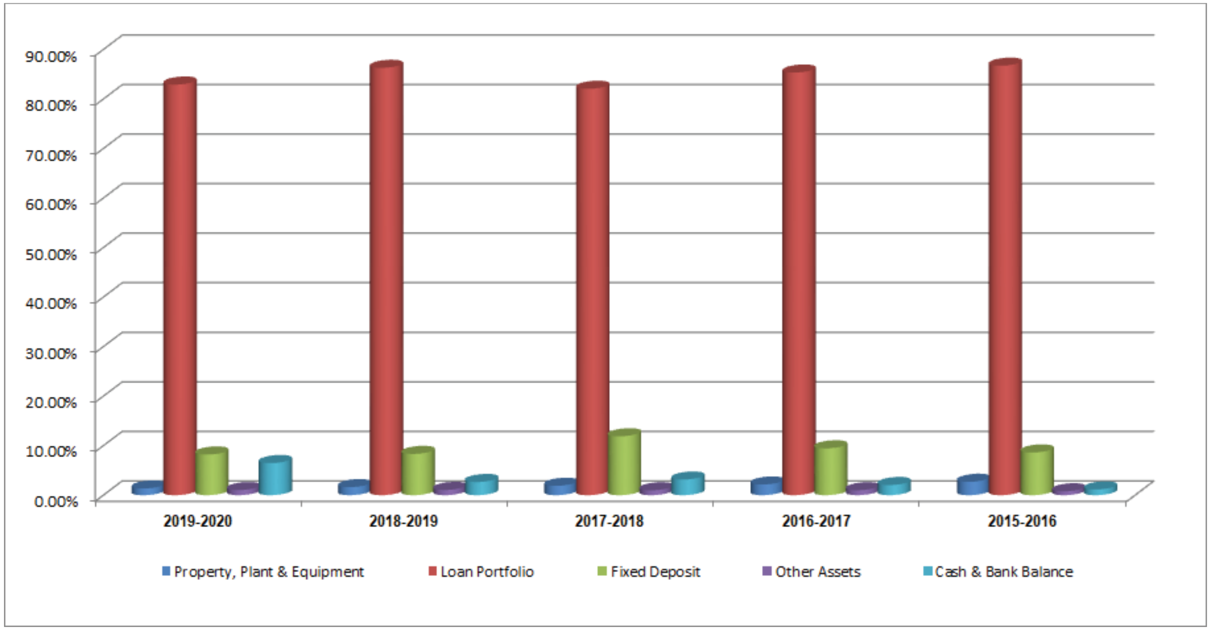

উপরোক্ত তথ্যচিত্র ও গ্রাফ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত বছরে (২০১৮-২০১৯) আমাদের মোট ৭৪২৩.৬৫ কোটি অর্থ সম্পদের মধ্যে ১.৬৩% সম্পত্তি, ৮৬.২৯% ঋণ স্থিতি, ৮.৩৪% স্থায়ী আমানত এবং ১.০৭% অন্যান্য সম্পদ এবং ২.৬৭% হাতে নগদ ও ব্যাংক জমা যা বর্তমান অর্থ বছরে (২০১৯-২০২০) যথাক্রমে ১.৩৭% সম্পত্তি, ৮২.৮৯% ঋণস্থিতি, ৮.২১% স্থায়ী আমানত এবং ১.০৩% অন্যান্য সম্পদ এবং ৬.৫১% হাতে নগদ ও ব্যাংক জমা হয়েছে।

নিরীক্ষা

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম

সংস্থার কার্যক্রমকে স্বচ্ছ, গতিশীল এবং জবাবদিহিতার মাধ্যমে পরিচালনা করার জন্য নিরীক্ষা বিভাগের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অফিস ও মাঠ পর্যায়ে নীতিমালা অনুযায়ী সঠিকভাবে সংস্থার সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা নিরীক্ষণ করা এ বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। এছাড়া অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ সময়মত প্রয়োজনমাফিক বিভিন্ন তথ্য দিয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করে থাকে। সে জন্য নিরীক্ষা বিভাগকে বলা হয়ে থাকে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তৃতীয় 'চক্ষু'।

সংস্থার কর্মসূচিসমূহ নিয়মমাফিক বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কোন ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে কিনা সেগুলো শাখা অফিস ও মাঠ পর্যায়ে সরাসরি পর্যবেক্ষণ, যাচাই ও নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষণ কাজকে গতিশীল করার জন্য মাঠ পর্যায়ে বর্তমানে ২৫ জন অডিট অফিসার কর্মরত রয়েছেন।

মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষণ কাজগুলো আরও সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ও অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য চলতি অর্থবৎসরে ৩৫ জন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও ২ জন এরিয়া ম্যানেজার নিরীক্ষা বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

সংস্থার 'অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা' কার্যক্রম দুভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে। যেমন: ১. সার্বিক ও ২. সাধারণ নিরীক্ষা।

এ ছাড়া ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের চাহিদার আলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী 'বিশেষ নিরীক্ষা' করা হয়।

অডিট অফিসারদের কাজের মান উন্নয়ন ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর অন্তত পক্ষে দুবার তাদেরকে নিয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার ব্যবস্থা করা হয়।

তথ্য-উপাত্তসহ কর্মসূচির বাস্তব অবস্থা বোঝার জন্য 'ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ' বরাবর নিম্নোক্ত প্রতিবেদনসমূহ উপস্থাপন করা হয়:

১. শাখাভিত্তিক নিরীক্ষা আপত্তির নিষ্পত্তি প্রতিবেদন।
২. প্রতিমাসের নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে 'ম্যানেজমেন্ট' প্রতিবেদন।
৩. প্রতিমাসের অডিট ফাইন্ডিংসের আলোকে 'সামারি' প্রতিবেদন।
৪. অডিট প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক প্রতিবেদন। যা প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মিটিংয়ে উপস্থাপন করা হয়।
৫. অতি গুরুত্বপূর্ণ ফাইন্ডিংসমূহ উল্লেখ করে 'বিশেষ' প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ জুলাই '১৯-জুন '২০ অর্থবৎসরে সংস্থার ১৭৬টি (যৌথ শাখাসহ) শাখায় ১৬৬টি সার্বিক ও ৮৪টি সাধারণ অডিটসহ সর্বমোট ২৫০টি 'অডিট' কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। উল্লেখ্য, করোনা ভাইরাসজনিত বৈশ্বিক মহামারির কারণে চলতি বছর মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে জুন মাস পর্যন্ত শাখাসমূহে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। নিম্নে উভয় প্রকার নিরীক্ষার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও অর্জন দেখানো হলো।

সার্বিক নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও অর্জন			সাধারন নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও অর্জন			মোট নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও অর্জন		
পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)	পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)	পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)
১৯৩	১৬৬	৮৬%	১৭০	৮৪	৪৯%	৩৬৩	২৫০	৬৯%

২০১৯-২০ সালের নিরীক্ষা ও আর্থিক প্রতিবেদন

ATA KHAN & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

67, MOTIJHEEL COMMERCIAL AREA
(1STFLOOR) , DHAKA-1000
BANGLADESH
TEL: OFF: 880-2-9560933, 9560716
FAX: 880-2-9567351, MOBILE: 01819-228521
Email: maqbul.ahmed@yahoo.com
Website:www.atakhanandcoca.com

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO
THE EXECUTIVE DIRECTOR OF CENTRE FOR DEVELOPMENT INNOVATION AND PRACTICES (CDIP)

Report on the Consolidated Financial Statements

We have audited the consolidated financial statements of Centre for Development Innovation and practices (CDIP), which comprise the consolidated statement of financial position as at 30 June 2020 the consolidated statement of income & expenditure, consolidated Statement of receipts and payments, consolidated Statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view, in all material respects, of the financial position of Centre for Development Innovation and practices (CDIP) as at 30 June 2020, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with international financial reporting standards and other applicable rules and regulation.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with international Standards on Auditing. Our responsibilities under those standards are further described in the auditors' responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. We are independent of the company in accordance with the international ethics Standards board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Bangladesh, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for audit opinion.

Other Information:

Management is responsible for the other information. The other information comprises all of the information in the Annual report other than the financial statements and our auditors' report thereon. The directors are responsible for the other information.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements and Internal Controls:

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards and other applicable rules and regulations and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process

ATA KHAN & CO. Chartered Accountants Motijheel C/A Dhaka

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements:

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's and the Company's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's and the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated and separate financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated and separate financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other Legal and Regulatory Requirements:

(a) we have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and made due verification thereof;

(b) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Organization so far as it appeared from our examination of those books; and

(c) the organization's financial statements dealt with by the report are in agreement with the books of account.

Dated: Dhaka,
30 August 2020

ATA KHAN & CO.
Chartered Accountants

Centre for development innovation and practices (CDIP)
Consolidated Statement of Financial Position
as at June 30, 2020

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30.06.2020	30.06.2019
ASSETS			
Non-current assets		115,299,329	121,019,196
Property, plant and equipment	6.00	114,416,883	119,848,858
Intangible assets	7.00	882,446	1,170,338
Current Assets		8,325,766,004	7,309,193,608
Short term loan to members & Customers	8.00	6,996,569,227	6,405,576,444
Short term investment	9.00	692,767,076	619,387,316
Staff loan outstanding	10.00	6,831,408	12,292,541
Accounts receivables	11.00	16,741,877	22,256,597
Advance, deposits and prepayments	12.00	19,167,600	15,540,538
Inventory	13.00	12,036,450	7,373,528
Financial Receivable	29.02	32,298,629	28,455,111
Cash & Cash equivalents	14.00	549,353,737	198,311,533
Total Assets		**8,441,065,333**	**7,430,212,804**
Capital Fund and Liabilities			
Capital Fund		2,737,599,489	2,546,568,750
Cumulative surplus	15.00	2,448,319,931	2,282,463,525
Reserve fund	16.00	289,279,558	264,105,225
Other funds	17.00	302,329,703	226,648,442
Non-Current Liabilities		355,149,999	298,775,001
Loan from PKSF	18.00	355,149,999	295,775,001
Loan from Commercial Bank & NBFI	19.00	-	-
Deposit Against Remittance	20.00	-	3,000,000
Current Liabilities		5,045,986,143	4,358,220,611
Loan from PKSF	21.00	416,425,000	316,358,333
Loan from Bangladesh Bank (JICA Fund)	22.00	390,000,000	320,000,000
Loan from Commercial Bank, NBFI & IDCOL	23.00	277,963,783	300,869,356
Members savings deposits	24.00	3,384,243,788	2,987,500,128
Staff security deposit	25.00	13,657,812	12,312,429
Accounts payable	26.00	287,009,341	229,612,354
Loan loss provision	27.00	155,510,911	120,113,175
Unsettled claim	28.00	27,974,981	30,731,035
Financial Payable	29.01	88,800,527	33,323,801
Advance from PKSF	30.00	4,000,000	7,000,000
Award Fund	31.00	400,000	400,000
Total Capital Fund and Liabilities		**8,441,065,333**	**7,430,212,804**

The accompanying notes form an integral part of this Consolidated Statement of Financial Position.

DGM (Finance & Accounts) **Executive Director** **Chairman (Acting)**

This is the Consolidated Statement of Financial Position referred to in our separate report of even date.

Dated, Dhaka
30 August 2020

ATA KHAN & CO.
Chartered Accountants

ATA KHAN & CO. Chartered Accountants 67, Motijheel C/A Dhaka

Centre for development innovation and practices (CDIP)
Consolidated Statement of Profit or Loss and other Comprehensive Income
for the year ended June 30, 2020

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		2019-2020	2018-2019
Revenue		1,385,948,043	1,409,402,976
Service charges income	32.00	1,325,803,411	1,351,438,574
Bank Interest on FDR	33.00	53,820,879	44,847,583
Receipt from members	34.00	3,216,965	4,022,720
Grant Income (Solar System)	35.00	-	975,786
Others Income	36.00	3,106,788	8,118,313
Net Sale		15,615,529	17,654,646
Sale	37.00	99,151,135	103,050,970
Less: Cost of Good Sold	38.00	83,535,606	85,396,324
Gross Profit		**1,401,563,572**	**1,427,057,622**
Non Operating Income			
Bank Interest	39.00	4,444,090	2,855,703
		1,406,007,662	**1,429,913,325**
Operating Expenses		1,134,038,076	989,839,026
Personal Expenses	40.00	669,030,686	572,452,949
General & Administrative Expenses	41.00	94,968,940	97,199,889
Selling & Distribution Expenses	42.00	1,445,420	186,377
Financial Expenses	43.00	317,181,562	259,417,244
Provissional Expense	44.00	51,411,468	60,582,567
Net Profit /(Loss) Before Tax		**271,969,586**	**440,074,299**
Income Tax Expenses	45.00	12,502,811	15,619,953
Net Profit/(Loss) After Tax		**259,466,775**	**424,454,346**

DGM (Finance & Accounts) **Executive Director** **Chairman (Acting)**

This is the Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income referred to in our separate report of even date.

Dated, Dhaka
30 August 2020

ATA KHAN & CO.
Chartered Accountants

ATA KHAN & CO. Chartered Accountants 67, Motijheel C/A Dhaka

ATA KHAN & CO.
Chartered Accountants

Centre for development innovation and practices (CDIP)
Consolidated Statement of Receipts and Payments
for the year ended June 30, 2020

	Amount in Taka	
	2019-2020	2018-2019
Opening Balance	197,488,546	196,367,898
Cash in hand	1,257,453	1,650,693
Cash at bank (Operating Account)	189,450,479	188,619,051
Cash at Bank (Investment Account)	6,780,614	6,098,154
Receipts	15,332,732,520	15,411,003,321
Loan realized from beneficiaries	9,414,818,769	9,762,051,421
Loan received from PKSF	567,800,000	410,500,000
Loan received from Bank & NBFI	1,010,000,000	808,000,000
Service Charge Income	1,226,612,557	1,270,352,316
Bank Interest	9,451,959	7,542,117
Receipt from members	3,216,965	4,023,120
Members Savings	2,129,469,875	2,235,643,666
Khudra Jhuki and Member Welfare Fund	109,370,611	118,442,476
Staff Security Deposits	1,842,000	1,258,000
Gratuity Fund	-	655,978
Fixed Deposits Encashment	247,600,000	481,005,014
Interest	44,874,330	36,400,045
Advance Received	740,763	595,120
Received form Various program	41,533,283	48,650,791
Unsettled claim	739,391	2,902,256
Others Income	115,352	132,213
Gain on Sale of Old Assets	14,018	23,843
Staff loan realized	1,818,192	1,593,701
Balance Payable with Others Fund	418,928,345	151,953,559
Loan Loss Provision (LLP)	288,087	38,817
Advance from PKSF	4,000,000	17,399,200
Tarki Bird Inventory	-	45,280
Retained Surplus	2,450,298	523,125
Insurance Fund	20,020	723,183
Sale	97,027,705	50,548,080
Total	15,530,221,066	15,607,371,219
Payments	14,980,867,329	15,409,059,686
General and Administrative Expenses	725,218,443	629,392,286
Selling & Distribution Expenses	1,339,395	1,534,927
Personel Expenses	21,471,854	31,284,509
Loan Disbursement/Refund	12,686,809,746	12,995,248,881
Financial Expenses	86,761,683	67,733,460
Savings and Security Refund	910,409,380	990,143,336
Capital Investment	326,876,845	473,688,894
Unsettled claim	5,773,289	36,525,080
Provisions for Expenses	4,736,763	236,606
Advances, Deposits and Prepayments	23,206,151	34,861,624
Inventory	1,690,689	3,637,290
Balance Payable with Others Fund	127,093,079	134,412,793
Income Tax Expense	1,088	7,360,000
Prior Year Adjustment	1,023,129	3,000,000
Payables to Supplier	58,455,795	-
Closing Balance	549,353,737	198,311,533
Cash in hand	5,939,021	1,257,453
Cash at banks (Operating account)	522,595,089	190,273,466
Cash at banks (Investment account)	20,819,627	6,780,614
Total	15,530,221,066	15,607,371,219

DGM (Finance & Accounts) | Executive Director | Chairman (Acting)

Dated, Dhaka
30 August 2020

ATA KHAN & CO.
Chartered Accountants

ATA KHAN & CO. Chartered Accountants 19, Motijheel C/A Dhaka

Centre for development innovation and practices (CDIP)
Consolidated Statement of Cash Flows
for the year ended June 30, 2020

	Amount in Taka	
	2019-2020	**2018-2019**
A. Cash Flow from Operating Activities:		
Profit for the year	259,466,775	424,454,346
Adjustment for:		
Prior year adjustment	(31,267,181)	(3,009,530)
Reserve Fund	25,016,850	46,631,017
Loan Loss Provision	35,397,736	46,832,215
Other Funds	75,663,999	(77,963,922)
Adjustment with surplus fund	(62,185,706)	(79,926,333)
Depreciation and amortization for the year	12,349,592	10,822,279
(i) Operating profit before working capital changes	314,442,065	367,840,072
Non-cash items		
Loan disbursed to members	(10,925,548,097)	(11,806,649,000)
Loan realized from members	9,414,818,769	9,762,061,421
Loan adjustment with members	919,736,545	742,851,913
Fund Received	87,655,244	40,390,717
Fund Payment	(127,093,079)	(134,412,793)
Fund Adjustment	33,210,239	61,199,365
Increase/decrease in inventories	(4,640,934)	(2,794,309)
Increase/decrease in current assets	10,050,160	5,696,529
Increase/decrease in current liabilities	105,945,918	154,798,962
(ii) Adjustment per changes in working capital	(485,865,235)	(1,176,857,195)
Net Cash flows from operating activities (i+ii)	**(171,423,170)**	**(809,017,123)**
B. Cash flow from Investing Activities:		
Acquisition of Property, plant and equipment	(6,629,725)	(13,519,496)
Investment	(73,379,760)	120,517,698
Net cash used in Investing Activities	**(80,009,485)**	**106,998,202**
C. Cash Flow from Financing Activities:		
Loan received from PKSF	567,800,000	410,500,000
Loan received from JICA for SMAP	390,000,000	320,000,000
Loan received from Bank & NBFI	620,000,000	488,000,000
Members Savings Collection	2,129,469,875	2,235,643,666
Members Savings Refund	(909,493,952)	(989,209,088)
Members Savings Adjustment	(823,232,263)	(726,101,931)
Loan Repayment to PKSF	(408,358,335)	(423,299,996)
Loan Repayment to IDCOL	(2,626,292)	(2,626,292)
Laon refunded to Bangladesh Bank (SMAP)	(320,000,000)	(250,000,000)
Laon refunded to Commercial Bank & NBFI	(640,261,187)	(358,943,803)
Net Cash flows from financing activities	**603,297,846**	**703,962,556**
Net changes in cash & cash equivalents (A+B+C)	351,865,191	1,943,635
Add: Cash and bank balance at the beginning of the year	197,488,546	196,367,898
Cash and bank balance at the end of the year	**549,353,737**	**198,311,533**

DGM (Finance & Accounts) **Executive Director** **Chairman (Acting)**

Signed in terms of our annexed report of even date

Dated, Dhaka
30 August 2020

ATA KHAN & CO.
Chartered Accountants

ATA KHAN & CO. Chartered Accountants 67, Motijheel C/A Dhaka

Centre for development innovation and practices (CDIP)
Consolidated Statement of Changes in Equity
for the year ended June 30, 2020

Particulars	30.06.2020	30.06.2019
Balance as at July 01, 2019	**2,546,568,750**	**2,158,419,250**
Add: Surplus during the year	259,466,775	424,454,346
Add: Prior year's adjustment	(31,267,181)	(3,009,530)
Add/Less: Transferred to RF during the year	-	-
Social Development Activities:		
Add/Less: Transferred to Health support program	(173,129)	2,099,302
Add/Less: Transferred to Education Support Program (Shisok)	(28,474,573)	(34,465,349)
Add/Less: Transferred to CDIP Modern School	(2,895,829)	(432,409)
Add/Less: Transferred to Enrich Program (Health, Education & Special)	(1,258,034)	(46,860)
Add/Less: Transferred to Donation & Subscription	-	(450,000)
Add/Less: Transferred to Cultural & Sports Program	(806,943)	-
Add/Less: Transferred to Life Style Development Program	(1,113,036)	-
Add/Less: Transferred to Adolescent-Cultural & Sports Program	(85,883)	-
Add/Less: Transferred to Beggers & Shelterless Rehabiletation Program	(2,361,429)	-
Balance as at June 30, 2020	**2,737,599,488**	**2,546,568,750**

ATA KHAN & CO. 67 Motijheel C/A Dhaka Chartered Accountants

মানচিত্রে সিদীপের কর্ম-এলাকা এবং ব্রাঞ্চসমূহের অবস্থান

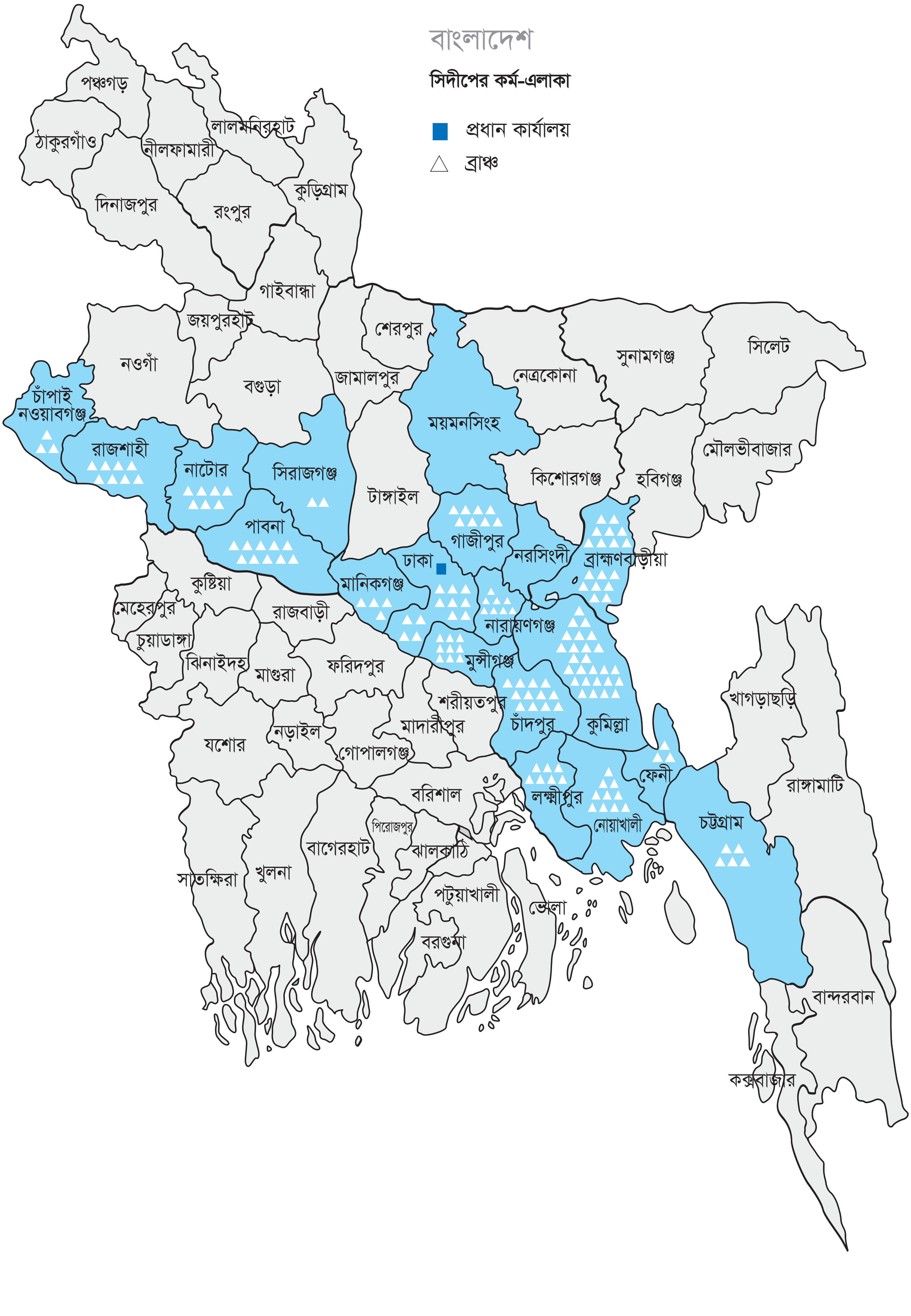

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)

বাড়ি ১৭, রোড ১৩, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি
শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা।
ফোন: ৯১৪১৮৯১, ৯১৪১৮৯৩
info@cdipbd.org
www.cdipbd.org